চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 22 August, 2020 ■ আগরতলা, ২২ আগস্ট, ২০২০ ইং ■ ৫ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা আবহে নির্বাচনের গাইডলাইন প্রকাশ কমিশনের

পাটনা, ২১ আগস্ট (হি.স.)।। করোনা আবহে নির্বাচনের গাইডলাইন প্রকাশ করল কমিশন। মূলত বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই এই নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।

কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে প্রার্থী-সহ পাঁচজনের বেশি যাওয়া যাবে না। এছাড়া প্রার্থী থেকে শুরু করে ভোটকর্মী ও ভোটারদের মাস্ক, গ্লাভস পরা, সামাজিক দূরত্ব মানার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। মনোনয়ন থেকে স্ক্রুটিনি, সব প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন। সেই সঙ্গে করোনা আক্রান্তরা ব্যালট পেপারে ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়ে কমিশন।

করোনা সংক্রমণের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচনের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে ১২ পাতার এই নির্দেশিকায় জানান হয়েছে, নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি প্রচারের ক্ষেত্রে বড় মিছিল করা যাবে না। প্রার্থী নিজের সঙ্গে আরও চারজনকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যেতে পারবেন। তবে পাবলিক মিটিং কিংবা রোড শো করতে পারবেন প্রার্থীরা। তবে তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে তাঁদের। সেই সঙ্গে করোনা আক্রান্তরা ব্যালট পেপারে ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়ে কমিশন। এছাড়া প্রার্থী থেকে শুরু করে ভোটকর্মী ও ভোটারদের মাস্ক, গ্লাভস পরা, সামাজিক দূরত্ব মানার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। মনোনয়ন থেকে স্ক্রুটিনি, সব প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন। সেই সঙ্গে করোনা আক্রান্তরা ব্যালট পেপারে ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়ে কমিশন। এবার থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়া, মনোয়নের টাকা জমা দেওয়া থেকে শুরু করে স্ক্রুটিনি, সবই অনলাইনে হবে। তাছাড়া নির্বাচনের কাজে যুক্ত প্রত্যেককে, অর্থাৎ প্রার্থী, তাঁর সমর্থক, ভোটের কাজে যুক্ত সরকারি কর্মী, ভোটার প্রত্যেককে মাস্ক ও গ্লাভস পরতে হবে। নির্বাচনের আগে স্থানীয় প্রশাসনকে এই বিষয়ে নজর দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

এছাড়া ভোটকেন্দ্রে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয় ও স্যানিটাইজারের ব্যবহার করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রকে যেন ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়, সেখানে ঢোকার আগে প্রত্যেকের যেন থার্মাল স্ক্রিনিং করে দেখা হয়, তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।

নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্র, জেলা ও রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। তাঁরা নিজেদের এলাকার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন। যাঁরা ভোট করাতে যাবেন, তাঁদের অনলাইনে ট্রেনিং দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া রিটার্নিং অফিসারের অধীনে ভোটগ্রহণ, গণনা প্রভৃতির জন্য কর্মীদের রিজার্ভ পুল থাকবে। দরকার পড়লে তার ব্যবহার করা হবে। এ বছর অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের দুই পুর কাউন্সিলার গেলেন বিজেপিতে

আগরতলা, ২১ আগস্ট (হি. স.)।। ত্রিপুরায় কংগ্রেসে রাজনৈতিক সংকট আরও গাঢ় হয়েছে। দলের দুই পুর কাউন্সিলর আজ বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। রত্না দত্ত এবং শম্পা চৌধুরী-কে উত্তরীয় এবং দলীয় পতাকা তুলে বরণ করে নেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ওই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায়, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত প্রমুখ।

যোগদান অনুষ্ঠানে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, দুই পুর কাউন্সিলর অনেক দিন ধরেই আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন। আজ তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোভিড মোকাবিলায় দুই কান্ডারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের অনবদ্য অবদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস থেকে দুই কাউন্সিলর বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথে দেশ এগিয়ে চলেছে।

প্রদেশ সভাপতি দাবি করেন, রাষ্ট্র নির্মাণ বিজেপি-র প্রধান লক্ষ্য। এই দলে উৎশৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই। ব্যক্তি স্বার্থের উর্দে গিয়ে দেশের উন্নয়ন-কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাঁর আরও দাবি, কেন্দ্রে ছয় বছরের শাসনে একটি দুর্নীতির প্রমান কেউ দিতে পারবেন না। তেমনি, ত্রিপুরায় আড়াই বছরের শাসনকালে কোন দুর্নীতি হয়নি।

এদিন প্রদেশ সভাপতি বলেন, কংগ্রেস দল মানেই গুন্ডামি, সন্ত্রাস, সিপিএম তোষণ ও পারিবারবাদ। কংগ্রেস-র নোংরামিতে অতিষ্ট হয়েই আজ দলের দুই কাউন্সিলর সুসংস্কৃতিবান ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পুলিশের অভিযানে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে শুক্রবার বিকেলে পূর্ব থানার পুলিশ প্রচুর পরিমান ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে। একটি লরিতে করে ফেন্সিডিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। লরিটির নম্বর এনএল ০১-কিউ ৬৩৩৮। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পূর্ব থানার ওসি সরোজ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ও পূর্ব থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়।

অভিযান চালিয়ে লরি থেকে বস্তার ভিতরে রাখা প্রচুর পরিমান ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায়, পাচারের উদ্দেশ্যে এসব ফেন্সিডিল নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থানায় একটি মামলা গৃহিত হয়েছে। গাড়ি সহ ফেন্সিডিল পুলিশের হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুরের ফেন্সিডিল উদ্ধারের সংবাদে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগেও আইএসবিটি থেকে নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পরপর এইসব ঘটনায় জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের টাটা কালীবাড়ি এলাকায় এক মদ্যপের তাণ্ডবে স্থানীয় জনগণে তীব্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে এগিয়ে আসতে হবে সমবায় সমিতিগুলিকে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ আগস্ট (হি. স.)।। ত্রিপুরা সরকার ভোকাল ফর লোকাল নীতি অনুসরণ করে স্বনির্ভর পরিবার ও স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চাইছে। সেই লক্ষ্যে সমবায় সমিতিগুলির অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজ্যের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাত করার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে-র সঙ্গে যুক্ত হলে সমবায় সমিতিগুলির অতিরিক্ত মুনাফা হবে। এজন্য সমবায় দফতরকে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আয়োজিত সমবায় দফতরের পর্যালোচনা সভায় এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, সমবায় সমিতি গুলোর মধ্যে বাণিজ্যের মনোভাব সৃষ্টি হলে তাদের মধ্যে পেশাগত চিন্তাভাবনাও গড়ে উঠবে। গ্রামীণ উৎপাদিত সামগ্রী শহর এলাকায় এলে শহর যেমন উপকৃত হবে তেমনি গ্রামীণ এলাকার মানুষেরও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটবে। বাঁশের তৈরি বোতল, ধুপকাঠির শলা, ফুলঝাড়ু প্রভৃতি সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণে সমবায় সমিতিগুলি যাতে যুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমবায় দফতরকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সমবায় সমিতিগুলিকে মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। রোজগারের জন্য সহজতর ক্ষেত্রের যেসব বাজার রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলডুঙসেই গ্রাম নিয়ে মিজোরামের সাথে আলোচনা করবে ত্রিপুরা সরকার খতিয়ে দেখা হবে ভোটার তালিকাও

আগরতলা, ২১ আগস্ট (হি. স.) ।। পড়শি রাজ্যে ফুলডুঙসেইর অন্তর্ভুক্তি ইস্যুতে মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমানা নির্ধারণে রাজস্ব দফতর আসরে নেমেছে। ত্রিপুরার রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন, মিজোরামের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। ফুলডুঙসেই ত্রিপুরার অংশ। এদিকে, ১৩০ জন ত্রিপুরার নাগরিক মিজোরামেও ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ঘটনায় নির্বাচন কমিশন হস্তক্ষেপ করবে বলে জানা গেছে। ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরনিকান্তির সাফ কথা, ১ জানুয়ারী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তার আগেই সারা দেশে ইআরও নেট চালু হয়ে যাবে। তাতে, এক ব্যক্তির একাধিক স্থানে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে না।

জম্পুই হিলসব্লকের অধীন ফুলডুঙসেই গ্রাম মিজোরামের অংশ হিসেবে নথি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ত্রিপুরার নাগরিক ১৩০ জনকে মিজোরামের ভোটার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তাই ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঠিক সীমানা নির্ধারণের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছিলেন কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক।

এ-বিষয়ে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, জম্পুই হিলস-র ফুলডুঙসেই গ্রাম ত্রিপুরার অংশ। ফলে, মিজোরামের অংশ হিসেবে কিভাবে দেখানো হচ্ছে, তা খোঁজ দিয়ে দেখবে রাজস্ব দফতর। তিনি বলেন, এ-বিষয়ে মিজোরাম সরকারের সাথে আলোচনা করার প্রক্রিয়া শুরু করবে ত্রিপুরা সরকার। শীগ্রই ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে, বলেন তিনি।

এদিকে, ১৩০ জন ত্রিপুরার নাগরিক-র মিজোরামেও ভোটার তালিকায় নাম থাকার বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরনিকান্তি বলেন, এখন একজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ত্রিপুরা দেশে দ্বিতীয় স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ত্রিপুরা গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। নীতি আয়োগের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সের তথ্য মোতাবেক এই বিষয়টি সামনে এসেছে।

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি নীতি আয়োগের ২০১৮-১৯ এর প্রদত্ত ইণ্ডিকেটরেই স্বীকৃতি পেয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকার ভিশন-২০৩০ কে সামনে রেখে ৭ বছরের জন্য স্ট্রেটেজি এবং তিন বছরের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত ১৭টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে নীতি আয়োগ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থান তুলে ধরেছে। শিক্ষামন্ত্রী ১৭টি লক্ষ্যের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে রাজ্যের অগ্রগতির অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভিশন সম্পর্কেও সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

তিনি জানান, নীতি আয়োগের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের ইনডেক্স অনুসারে ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ত্রিপুরা পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রায় এগিয়ে রয়েছে এবং অন্য ৫টিতেও এগিয়ে। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। ক্ষুধা নির্মূলীকরণ এবং পুষ্টিযুক্ত খাদ্যের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপুরা অ্যাসপেরিমেন্ট সূচকে রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বাস্থ্য বিধান, সবার জন্য গুণগত শিক্ষা, পুরুষ ও মহিলাদের সাম্যতা, রোজগার ও একত্রে উন্নতিকরণ, ইকো-সিস্টেম, শহরগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিবেশের সাথে সাযুজ্য রেখে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জলবায়ু ও পরিবেশের বিষয়ে সচেতনতা রাখার পাশাপাশি জরুরী পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন ইণ্ডিকেটরে রাজ্যের অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপ শিক্ষামন্ত্রী তথ্য সহকারে সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, ২০১৯-২০ এর পরিসংখ্যানে এই সূচক আরো বাড়বে। তিনি জানান, ত্রিপুরা একটি মিশন ও ভিশন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সুস্থতার হার বেড়েছে রাজ্যে

আগরতলা, ২১ আগস্ট (হি. স.)।। ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ আক্রান্তে সুস্থতার হারে বৃদ্ধি হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত ১০ দিনের মধ্যে একদিন সুস্থতার হার কিছুটা কমলেও তা প্রতিনিয়ত উঠানামা করে। তিনি বলেন, রাজ্যে পরীক্ষার হার বেড়েছে। মৃত্যু হার জাতীয় হারের চেয়ে কম এবং সুস্থতার হারও জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার পরীক্ষা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকারও চাইছেন আরও বেশি পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ রোগীদের চিহ্নিত করা হোক।

তিনি বলেন, সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরায় একমাত্র বাড়ি বাড়ি

মৃত্যু আরও দুই

গিয়ে রোগী সনাক্তকরণ ও পরীক্ষার কাজ হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় তিনটি জেলা উত্তর, ধলাই ও গোমতীতে ট্রু-নেট মেশিন চালু করা হয়েছে। এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সবিস্তারে এদিন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত মোটে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪২১ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে, মোটে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৭৫ জনের। এরমধ্যে পজিটিভ ৮,১০৯ জন। সুস্থ হয়েছেন ৬,০৫২ জন। আজ সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ৪১০ জন।

তাঁর দাবি, বর্তমানে মোটে সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন ১,৯৬৬ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় মারা গেছেন ৭০ জন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কনটেইনমেন্ট জোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু নাবালক ও বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। সাতসকালে রাজধানী আগরতলার এডিনগরে পুকুরে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় পুকুরে পড়ে যাওয়ায় শম্ভু সরকারের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ এডিনগর থানাধীন কাঞ্চননগর এলাকায় জল আনতে যাওয়ার সময় স্থানীয় মহিলারা সোনালী পুকুরে এক ব্যক্তির ভাসমান দেহ লক্ষ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে এডিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই মৃতদেহটি শম্ভু সরকার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি ওই এলাকায় ছেলে ও পুত্রবধূর সাথে ভাড়া থাকতেন। তবে প্রতিদিন মদ্যপান করতেন তিনি। পুলিশের দাবি, আজ সকালেও মদ্যপান করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান শম্ভু। ধারণা করা হচ্ছে, মদ্যপান করে পুকুরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় জলে পড়ে গেছেন।

মৃতের ভাই শঙ্কর সরকার বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলীয় কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার, বাইখোরায় তিন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে এসপিকে স্মারকপত্র বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় ফের পুলিশের বিরুদ্ধে ফের সরব হয়েছে শাসকদল বিজেপি। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরা থানার তিন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এনে শুক্রবার মুহুরীপুরের বিজেপি কর্মীরা থানা ঘেরাও করে তাঁদের বরখাস্তের দাবি জানান। এ-বিষয়ে বিজেপি কর্মীরা জেলা পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে শান্তিরবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন।

অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বাইখোরা বাজারে পুলিশ আধিকারিক গোপাল শুক্ল দাস, কনস্টেবল দেবব্রত দাস এবং টিএসআর জওয়ান বিমল ভৌমিক দুর্ব্যবহার করেছেন। সিপিএমের

ইন্ধনেই তাঁরা বিজেপি কর্মীদের সাথে এমন আচরণ করেছেন। তাই তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আজ বিজেপি কর্মীরা থানা ঘেরাও করেন।

এ-বিষয়ে শান্তিরবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত জানিয়েছেন, পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। বিজেপি কর্মীরা তিন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানিয়ে স্মারকপত্র দিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেইবারহুড ক্লাস শিক্ষকদের মতামত চাইল শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত 'নেইবারহুড ক্লাসে' ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক মণ্ডলীর ব্যাপক সাড়া মিলেছে। দ্বিতীয় দিনের ক্লাসে সারা রাজ্যের ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৯৬ জন ছাত্রছাত্রী ২৮ হাজার ৩৪টি গ্রপে পঠন পাঠনে অংশ নেয়।

আজ মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরেন। তিনি জানান, গতকাল থেকে এই ধরনের 'নেইবারহুড ক্লাস' শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের কাছ থেকেও এই ধরনের নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে ওপিনিয়ন পোলের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত, গোটা রাজ্যেই বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে নেইবারহুড ক্লাস।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩০৮ ◘ ২২ আগস্ট ২০২০ ইং ◘ ৫ ভাদ্র ◘ শনিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রক্তাক্ত বিশালগড়

করোনা আবহে ক্ষমতাসীন বিজেপি দল যখন আন্দোলন কর্মসূচি হইতে দূরে থাকিতেছে তখন অন্যান্য দলগুলি বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও সিপিএম আন্দোলনমুখী হইয়াছে বা বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে সক্রিয় থাকিতেছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ রাজ্যে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হইতেছে। অন্যদিকে, বিজেপি পুলিশের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানাইয়া আন্দোলনমুখী হইয়াছে। বিশালগড়ের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে বিরোধী শক্তি কংগ্রেস এখনও বাহুশক্তিতে বলিয়ান আছে। ক্ষমতায় না থাকিয়াও নেতৃত্বের কোন্দল গোষ্ঠীদ্বন্দ থাকা সত্বেও প্রাচীন এই দল বিজেপির বিরুদ্ধে যুজিতেছে ইহা কম কথা নহে। বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলার নৌকাঘাট এলাকায় বিজেপি-কংগ্রেস সংঘর্ষে পুলিশকর্মী সহ অন্তত সাতজন বিজেপি কর্মকর্তা এবং কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা আহত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিজেপির চড়িলাম মন্ডল সভাপতির পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়াছে, বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে দক্ষিণ জেলা হইতে দুইটি গাড়িতে কংগ্রেস কর্মীরা আগরতলার উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। সিপাহীজলা নৌকাঘাট এলাকায় বিজেপি কর্মীরা তাহাদের পথ আটকান বলিয়া অভিযোগ। তখন দুই দলের কর্মীদের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। একসময় পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠে। বাক বিতন্ডা হইতেই দুই দলের কর্মীরা সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়েন। অভিযোগে বলা হইয়াছে বিজেপি কর্মীদের তিনটি বাইক ভাঙচুর করে কংগ্রেসীরা। কংগ্রেস কর্মীদের আক্রমণে বিজেপি চড়িলাম মন্ডলের সভাপতি রাজকুমার দেবনাথের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খবর পাইয়া পুলিশ ছুটিয়া যায় এবং লাঠিচার্জ করিতে বাধ্য হয়। পুলিশের লাঠিতেও বিজেপি কর্মীরা আহত হন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এইখানেই যে, পুলিশের লাঠিচার্জে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ঠিকই কিন্তু বিজেপি কর্মীরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থানা ঘেরাও করে। তাহারা বিশালগড় থানার ওসি বিমল বৈদ্য, এসডিপিও তাপস কান্তি পালকে বরখাস্তের দাবী জানান। বিজেপি অভিযোগ করে বিশালগড় থানার ওসি এবং এসডিপিও সিপিএমের ইশারায় কাজ করিতেছেন। তাই তাঁহারা কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে বিজেপি কর্মীদের পিটাইয়াছে। সাংসদ প্রতীমা ভৌমিকের আশ্বাসে থানা ঘেরাও মুক্ত করা হইলেও উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে আছে। কংগ্রেসের তরফে দাবী করা হইয়াছে বিশালগড়ে বিজেপি কর্মীদের আক্রমণে কংগ্রেসের ১৫-১৬ জন কর্মী আহত হইয়াছেন। কংগ্রেসের অভিযোগ সারা রাজ্যে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন।

ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ইতিহাস দীর্ঘতর। ১৯৮৮ সালে সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনার বাড়বাড়িতে। তখন গোটা রাজ্যও ছিল উপদ্রুত। বহু বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করিতে সিপিএম মরিয়া উদ্যোগ নিয়াছিল। বহু কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করা হইয়াছিল। খুনের রক্তে ভাসিয়াছিল ত্রিপুরা। গ্রাম কে গ্রাম বিরোধী শূণ্য করিতে সিপিএমের নগ্ন ইতিহাস মানুষ ভুলিয়া যায় নাই। তখনো মানুষ এককাট্টা হইয়াছিল। সংবাদপত্র অফিস হইতে শুরু করিয়া সম্পাদক হত্যার চেষ্টাও হইয়াছিল। সেই ইতিহাস হয়তো আজকের প্রজন্ম জানিতে পারেন নাই। সিপিএমের রক্তাক্ত ইতিহাস ত্রিপুরার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হয়। সুতরাং ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে রক্ত ঝড়াইয়া মানুষ খুন করিয়া শবদেহের উপর দাঁড়াইয়া বেশিদিন ক্ষমতার মসনদ রাখা যায় না। বিশালগড়ের ঘটনার অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ রহিয়াছে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠিয়াছে কংগ্রেস কর্মীরা আগরতলায় আসিবার পথে বিশালগড়ে নামিয়াই কি বিজেপি কর্মীদের পিটাইতে শুরু করে। সেখানে প্ররোচনা কাহাদের পক্ষে ছিল? যদি কংগ্রেসের অভিযোগ সত্যি হয় তাহা হইলে বিজেপি কি জবাব দিবে? সত্যিই কি বিজেপি কর্মীরা তাহাদের গাড়ি আটকাইয়া ছিল? যদি আটকাইয়া থাকে তাহা সঙ্গত কি না? এই প্রশ্নগুলি সামনে রাখিয়াই নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করিবে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। যাহারা আইন নিজের হাতে তুলিয়া নেয় তাহারা অপরাধী। বিশালগড়ের রক্তাক্ত ঘটনা সত্যিই অনভিপ্রেত। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ সাময়িক বাহুবল প্রদর্শন করা যায়, কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। মানুষের চোখ কান খোলা আছে। তাহারা বিচার করিতে পারে। পেশীশক্তি দিয়া বেশীদিন রাজত্ব করা যায় না। মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছাই শেষ কথা বলিয়া দেয়।

ত্রিপুরায় কংগ্রেসের পরিস্থিতি এতই দুর্বল যে দক্ষিণ ত্রিপুরা হইতে লোক লস্কর আনিয়া রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তি স্থাপনের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কারণ, আগরতলায় কংগ্রেসের ডাকে লোকবল তেমন সমবেত হয় না। কংগ্রেস কার্যত বাপ-পুতের দল হিসেবে পরিচিতি পাইয়াছে। কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের যে জেহাদ-অভিযোগ ত্রিপুরায় তাহা বিদ্যমান। এই কংগ্রেস ত্রিপুরায় সারা জাগাইবে, মানুষকে কাছে টানিবে অসম্ভব। সিপিএম কার্যত বৃদ্ধদের দলে পরিণত হইয়াছে। নতুন নেতৃত্ব উঠিয়া আসিতেছে না। ফলে দল দিনে দিনে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতার আঙ্গিনায় থাকিয়া রাজনীতিতে অভ্যস্ত নেতারা এখন হালে পানি পাইতেছেন না। সুখ ভোগে তাহারাও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। চুনোপুটি নেতাও টাকার বিছানায় শুইতেন। সেই দলের বিপ্লবী চেতনা ত্যাগের মহিমা এখন আর কিছুই নাই। ফলে, বিজেপি ক্ষমতার বলে বলিয়ান সেখানে আঘাত করিবার রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেস ও সিপিএম দুই দলই হারাইয়াছে। বিশালগড়ের ঘটনা তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বশে সংগঠিত হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে বিজেপির শিক্ষা নেওয়া উচিত। ডান্ডাবাজি করিয়া ক্ষমতায় থাকিবার শক্তি দেখাইয়া বেশীদিন রাজনীতির শক্তি সঞ্চয় করা যায় না। প্রয়োজন ধৈর্য্য ও মানুষের জন্য কাজ করার। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার চাবিকাঠি ইহাই।

প্রণব মুখোপাধ্যায় সঙ্কটেই

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): এখনও সঙ্কটজনক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তবে সঙ্কটে হলেও নতুন করে শারীরিক অবস্থায় কোনও অবনতি হয়নি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রাখা হয়েছে। ফুসফুস সংক্রমণেরও চিকিৎসা চলছে। শুক্রবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা একইরকম। ফুসফুস সংক্রমণের চিকিৎসা চলছে এবং তিনি ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রয়েছেন। আর্মি হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, প্রণবের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে এবং চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন।গত ৯ আগস্ট রাতে দিল্লির বাসভবনে পড়ে যাওয়ার পরে প্রণবকে সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কে জমাট বাঁধা রক্ত বার করতে হয়। সে সময়েই রুটিন পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি মেলে। তারপর থেকেই প্রণবের শারীরিক অবস্থায় উন্নতি হয়নি।

বর্ষণে উত্তরাখণ্ডে ভেঙে পড়ল বাড়ি, দু'টি শিশু-সহ মৃত্যু ৩ জনের

পিথোরগড় (উত্তরাখণ্ড), ২১ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বর্ষণের জেরে উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড় জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু'টি শিশু ও তাঁদের বাবার। এছাড়াও ওই ব্যক্তির স্ত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। জেলাশাসক ভি কে যোগদাণ্ডে জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ চাইসার গ্রামের বাসিন্দা কুশল নাথের বাড়ি আচমকাই ভেঙে পড়ে। সেই সময় কুশল, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান ঘুমিয়েছিলেন। বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কুশল ও তাঁর দুই সন্তানের। স্ত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ ঃ প্রেক্ষিত-২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা

তুরিন আফরোজ

রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের নিকৃষ্ট উদাহরণ হলো যখন একটি রাষ্ট্র বা ওই রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন সরকার তার রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আচরণ শুরু করে। বিদেশি অথবা নিজের দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কর্তৃক এই ধরনের সন্ত্রাসবাকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' আদতে খুবই হতাশাজনক। কেননা নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মূলত একটি রাষ্ট্রে প্রধান দায়িত্ব। আর সেখানে কিনা রাষ্ট্র নিজেই নাগরিকদের জীবন স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা হরণ করে দানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।? আমরা দেখেছি, দক্ষিণ-এশীয় রাষ্ট্রগুলি নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের উর্বর আবাসভূমি। পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান হত্যাকাণ্ড (১৯৫১), মুহাম্মদ জিয়াইল হক হত্যাকাণ্ড (১৯৮৮) অথবা বেনজির ভুট্টো হত্যাকাণ্ড (২০০৭) ভারতের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি হত্যাকাণ্ড (১৯৪৮) ইন্দিরা গান্ধি হত্যাকাণ্ড (১৯৮৪) অথবা রাজীব গান্ধি হত্যাকাণ্ড (১৯৯১) শ্রীলঙ্কাতে বান্দারনেয়েকে হত্যাকাণ্ড (১৯৫৯), ভিজায়া কুমারানাতুঙ্গা হত্যাকাণ্ড অথবা রানাসিংহে প্রেমাদাসা হত্যাকাণ্ড (১৯৯৩) ভুটানের জিগমে পালডেন দর্জি হত্যাকাণ্ড (১৯৬৪) কিংবা মালদ্বীপের ড. আফরাশিয় আলি হত্যাকাণ্ড (২০১২) ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন বার বার। এসবই 'রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের' নগ্ন উল্লাস। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজ রক্ষায় ও এসব জঘন্য ধারাবাহিক রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ইতি টানতে এবং প্রকৃত অপারধী ও তাদের মদতদাতাদের আইনের আওতায় এনে বিচার কার অপরিহার্য।

আসলে অপরাধ যেখানেই সংঘতি হোক না কেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে মারাত্মক রাজনৈতিক সহিংসতা এবং নৃশংস আক্রমণ কখনওই বিচারের আওতামুক্ত থাকা উচিত নয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার ও সহযোগীদের নৃশংসভাবে হত্যার ফলে বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছিল। সেই নৃশংস হত্যার মাত্র একচল্লিশ দিন পর একটি 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' ঘোষণা করা হয় যার ফলে খুনিদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের আইনি

ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তী সময়ে এই অধ্যাদেশ অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয় এবং 'বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার' রায়ের মাধ্যমে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে জাতি বেরিয়ে আসে এবং সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হয়। তবে এখনও প্রশ্ন ওঠে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের দেশি বিদেশি খলনায়কদের বিচার কি বাংলাদেশ করতে পেরেছে? '২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা' নিঃ সন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের নগ্ন উদাহরণ। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তৎকালীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে বিরাজনীতিকরণের জন্য তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনা এবং দলের অন্যান্য সদস্যদের ওপর প্রাণঘাতি হামলা চালায়। শুধু তাই নয়, সেই বর্বর গ্রেনেড হামলার পরে তৎকালীন বিএনপি সরকার মামলার গুরুত্বপূর্ণ আলামত উধাও করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। একই সঙ্গে গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়াকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা রাজনৈতিক নাটকও সাজায়। এ কারণেই ২১ আগস্ট গ্রেন্ডে হামলা মামলার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করারা জন্য অত্যন্ত জরুরি।

দেরিতে হলেও প্রায় ১৪ বছর পর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় রয়েছে। মামলার জীবিত ৪৯ আসামির মধ্যে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও প্রাক্তন উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিনটু, মাওলানা তাজউদ্দিন হানিফ পরিবহণেণ মালিক মোহাম্মদ হানিফ সহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত।এছাড়াও মামলায় সরাসরি সংশ্লিষ্টতার দায়ে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রাক্তন রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ সদস্য কাজি শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলাতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য মোট ১৪ টি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছিল আদালত। এর মধ্যে ৭ নম্বর বিবেচ্য বিষয় ছিল--- 'গুলশান থানার লালাসরাই মৌজার ১৩ নম্বর রোডের ব্লক-ডি বাড়ি নম্বর, বনানী মডেল টাউনের জনৈকি আশেক আহমেদ, বাবা-আবদুল খালেক, তার বাসাটি 'হাওয়া ভবন' নামে পরিচিত। ওই 'হাওয়া ভবন' বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কিনা?

ওই ঘটনাস্থলে পলাতক আসামি তারেক রহমান অপারধ সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্রমূলক সভা করে কিনা ও জঙ্গি নেতারা তারেক রহমানের সঙ্গে বিভিন্ন সময় মিটিং করে কিনা?'' নিঃ সন্দেহে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে হাওয়া ভবনে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আর সে কারণেই আসামি তারেক জিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। যদি তাই হয়ে তাকে তাহলে অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও তারেক জিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল না কেন? এ কেমন বিচার? এক যাত্রায় ভিন্ন ফল?

আদালতের ১০ থেকে ৩০ নম্বর বিবেচ্য বিষয় ছিল- ১০, অভিন্ন অভিপ্রায়ে ও পূর্ব পরিকল্পনার আলোকে পরস্পর যোগসাজশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটনায় জড়িক আসামিদের গ্রেনেড আক্রমণ চালানোর সুবিধার জন্যও অপরাধীদের রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা।

১১, অভিন্ন অভিপ্রায় ও পূর্ব পরিকল্পনা আলোকে প্রশাসনিক সহায়তা দিয়ে মামলার ঘটনায় ব্যবহৃত অবিস্ফোরিত সংরক্ষণযোগ্য তাজা গ্রেনেড আলামত হিসেবে জব্দ করার পরও তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে এবং আদালতের অনুমতি না নিয়ে অপরাধীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক ধ্বংস করারও আলামত নষ্ট করায় অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে কিনা।

১২, অভিন্ন অভিপ্রায়ে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত সভা ও পূর্ব পরিকল্পনার আলোকে পরস্পর যোগসাজশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মূল আসামিদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আসামিদের নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে ও পরবর্তী সময়ে আসামিদের অপরাধের দায় থেকে বাঁচানোর সুযোগ করে দেওয়ার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা।

১৩, প্রকৃতআসামিদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে অন্য লোকের ওপর দায় বা দোষ চাপিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল কারর লক্ষ্যে মিথ্যা ও বানোয়াট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা।

ওপরের সবগুলি বিষয়ে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সচেষ্ট ষড়যন্ত্র তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে বলেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে আলাদত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। গণমাধ্যমের কল্যাণে আমরা এটাও জেনেছি, তদন্তে ও আসামিদের জবানবন্দিতে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে শুধু তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরই নন, বাংলাদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা খালেদা জিয়াও ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

তিনি নিজেও হামলার আলামত নষ্ট করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং ডিজিএফআইকে এ হামলা সম্পর্কে তদন্ত করতে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে আমার প্রশ্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সচেষ্ট ষড়যন্ত্রের কারণে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও ওই সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম জিয়াকে ছাড় দেওয়া হল কেন?

আসলে ইতিহাসের কাঠগড়ায় সত্যকে অনুসন্ধান করা খুব জরুরি। রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ কিছুতেই তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মুনাওয়ার রানা এখন মহিলাদেরও অপমান করছেন

আর কে সিনহা

আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ শায়ের হিসেবে পরিচিত মুনাওয়ার রানা। সমগ্র দেশে বিগত পাঁচ দশক ধরে কবি সম্মেলনে তিনিই সর্বেসর্বা। নিজের রচনার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত একজন সংবেদনশীল শায়ের হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন তিনি। গজল ছাড়াও স্মৃতি রচনাও লিখেছেন রানা। কিন্তু, কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন ইস্যুতে নানা ধরনের আলটোপকা মন্তব্য করছেন রানা, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিল খায় না। গণতন্ত্রে নিজের কথা বলার অধিকার সকলের রয়েছে। সমস্যা হল, বৃদ্ধ বয়সে বিতর্কিত মন্তব্য শুরু করেছেন তিনি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ সম্পর্কে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন রানা, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। তিনি এমনটা কেন করলেন তা বোধগম্য নয়। কারণ যাইহোক, সাহিত্যিকার অথবা যে কোনও সভ্য ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়, তিনি যে কোনও ব্যাক্তির প্রতি সভ্য ভাষা ব্যবহার করবেন। আসলে, রানা অভিযোগ করেছেন, রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার জন্যই রাম মন্দির ইস্যুতে হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছিলেন গগৈ। এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেল, সুপ্রিম কোর্টের রায় আপনি মানছেন না। যখন এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে চলছিল, তখন রানা অথবা অন্যান্য মুসলিম নেতারা বলছিলেন, তাঁরা আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় যেহেতু তাঁদের পক্ষে হয়নি, তাই গগৈয়ের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনছেন। তাঁরা এটা কেন ভুলে যাচ্ছেন, সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ-সদস্যের বেঞ্চ সর্বসম্মতিতে নিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন মুসলিম বিচারপতিও ছিলেন।

মুনাওয়ার রানা বলেছেন, 'রঞ্জন গগৈ যত কম টাকায় বিক্রি হয়েছেন, ওই টাকায় ভারতের একজন বেশ্যাও বিক্রি হয় না।' যে শায়ের মায়ের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রচনা লেখেন, যাঁরা নিজের দু''টি মেয়ে রয়েছে, তিনি অন্য মহিলা সম্পর্কে এমন মন্তব্য কীভাবে করতে পারেন? রানার কাছ থেকে এটা কখনও প্রত্যাশিত নয়। তাঁর সঙ্গে বহুবার আমি দেখা করেছি এবং কবি সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাঁর আচরণ দেখে আমি সত্যি হতবাক। আমরা যখন কাউকে মন থেকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে যদি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ না করে তাহলে মন খারাপ হয়। রানা নিজের লক্ষ লক্ষ ভক্তকে দুঃখিত করেছেন। রানার সঙ্গে ভবিষ্যতে যদি আমার দেখা হয়, আমি তাঁর কাছে জানতে চাইবো আপনি মায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে ভালো রচনা করেন, আপনি কী জানেন না একজন বেশ্যাও মা। তিনিও কারও বোন অথবা মেয়ে। আপনি এবং আপনার শায়েরকে ধিক্কার জানাতে ইচ্ছা করছে। তাহলে দেখে নিন, গঙ্গা-যমুনা বিষয়ে যিনি কথা বলেন, সেই নকল মানুষটি রাম মন্দির হওয়ায় কতটা দুঃখিত।

রানা একবার আমাদের দেশের নাট্যশিল্পী গুলাব বাই সম্পর্কেও এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি হয়তো জানেন না নাট্যশিল্প আমাদের দেশের সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। আমাদের গৌরব। নাট্যশিল্প আমাদের লোক সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত প্রবাহ। গুলাব বাই নাট্যশিল্পের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন। বলতে গেলে রানার মতো শায়েরের থেকে তিনি কোনও অংশে কম নন। তাঁর সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য পিতৃতন্ত্রের হিংসার প্রতিফলন ঘটায়। গুলাব বাই শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন, রানা যেখানে এখনও পৌঁছতেই পারেননি।

রানার দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে তাঁর মেয়েরাও। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএএ, এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ অংশ নেওয়া তাঁর মেয়ে সুমেয়া বলেছিলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের এতটাও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত নয় যাতে আমাদের পরিচয় শেষ হয়ে যায়। প্রথমে আমরা মুসলমান, তারপর অন্য কিছু। আমাদের মধ্যেকার নম্রতা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যাতে এমনটা না হয়, আল্লাহকে মুখ না দেখাতে পারি আমরা। মেয়ের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তিরস্কার করা উচিত ছিল রানার। কিন্তু, তার দিক থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। অর্থাৎ মেয়ের ওই আপত্তিজনক মন্তব্যে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যেতেই পারে, মেয়ের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত রানা। এখন তো মনে হচ্ছে তাঁর মতামত প্রচার করছে তাঁর মেয়েরা।

আসলে মুনাওয়ার রানার শায়েরের কোনও দৃঢ় ভিত্তি নেই। তিনি ''মুহাজিরনামা'' নামে একটি গজল রচনা করেছেন। ওই গজল সেই সমস্ত মানুষদের বেদনা ব্যক্ত করে যাঁরা দেশভাগের সময় ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষদের মুহাজির বলা শুরু করেছেন তিনি। মুনাওয়ার রানার কী মনে আছে, তিনি যাঁদের স্বার্থে শায়ের রচনা করেছেন, তাঁদেরকে কেউ কী কখনও ভারত ছাড়তে বলেছিল? তিনি কী এটাই জানেন না, মুহাজিরা করাচিতে গিয়ে সিন্ধু হিন্দুদের হত্যা করেছিল? আন্দোলনকে তারাই শক্তি জুগিয়েছিল। মুহাজিরা যখন স্থানীয় সিন্ধু, বালুচ এবং পঞ্জাবিদের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছিল, ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধিতা হয়েছিল, তখন ভারতে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছিল তারা। তখন তারা স্বর্গের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। পাকিস্তানে এখনও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করা হয়। এখন তো পাকিস্তানেও মুহাজির হয়েই থাকতে হবে তাদের।

আসলে রাম মন্দির ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং রাম মন্দিরের ভূমিপুজোর পর মুনাওয়ার রানা এবং আসাদউদ্দিন ওয়েইসির মতো সাম্প্রদায়িক মানুষের কষ্ট এখন সবার সামনে এসেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছেন তারা। রাম মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা বিপদে পড়তে শুরু করেছে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে যখন লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের নিজেদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তখন সব কিছুই তাদের কাছে ঠিক মনে হয়েছিল। দেশবাসী সমস্ত কিছু দেখছে। দেশকে কী কখনও এদের সম্মানের নজরে দেখবে? কোনও প্রশ্নই ওঠে না। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার গণেশ চতুর্থী। শুক্রবার মূর্তিতে শেষ তুলির টান। ছবি- নিজস্ব।

আমাকে ও আমার পরিবারকে বারবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেও প্রতিক্রিয়াশীলরা ান্ত হয়নি। আমাকে ও আমার পরিবারকে বারবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালানো হয় আমাকে এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হত্যার জন্য। এমনকি আমেরিকাতে আমার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।' তিনি বলেন, 'জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ১৫ আগস্টের খুনিদের যোগাযোগ ছিল, তা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আর তার স্ত্রী খালেদা জিয়াও মতায় এসে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালায়। এর সঙ্গে তার ছেলে তারেক রহমান জড়িত ছিল।'

শুক্রবার সকালে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমাবেশ করার প্রোপট তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'তখন বিএনপি জামায়াত জোট সরকার ছিল। তাদের প থেকে দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছিল। এই ধরনের গ্রেনেড হামলা বোধহয় পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেনি। সাধারণত রণেত্র কিংবা যুদ্ধেত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমাদের সেই র্যা লিতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই এই ঘটনাটা ঘটিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু সেইদিন আইভী রহমানসহ আমাদের ২২ জন নেতা-কর্মী শাহাদাৎবরণ করেছেন। সেই সঙ্গে অনেক নেতা-কর্মীরা আহত হয়েছেন, অনেকে আহত হয়ে পরে মারা গেছেন।'

তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সেই হত্যাকাণ্ড শুধু রাষ্ট্রপতিকে নয়, একটি পরিবার এবং সেই সঙ্গে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য, তাদেরও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে। এরপর আমাদের আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার এবং নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কত লাশ যে আমাদের টানতে হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে হত্যা ও ক্যু-ষড়যন্ত্রের যে রাজনীতি শুরু হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন এবং মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি আমরা। ২১ বছর পর সরকারে এসেছিলাম। আওয়ামী লীগ মতায় আসার পরেই এদেশের মানুষ প্রকৃতপে গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল এবং সরকার যে জনগণের জন্য কাজ করে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল সবাই এবং জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়েছিল। ২০০১ সালে এক গভীর চক্রান্ত করে আমাদের মতায় আসতে দেয় নাই তারা। আমরা যে ভোট পাইনি তা নয়। কিন্তু সেখানে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল। আর তারপরে ২০০৪ সালে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাবার চেষ্টা। এটা কেন?'

শেখ হাসিনা আরো বলেন, 'আমি আমাদের নেতাকর্মীদের এবং দেশবাসীকে স্মরণ করাতে চাই, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ইনডেমনিটি দেয়া হয়, বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়। ওই চক্রান্তের সঙ্গে খন্দকার মোশতাক যেমন জড়িত, সেই সঙ্গে জিয়াউর রহমান গংরাও জড়িত। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা, যারা জাতির পিতাকে হত্যা করেছে, একটা পরিবারকে হত্যা করেছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করেছে, তাদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়, পুরস্কৃত করা হয় এবং তাদের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেটা তো খুনি কর্নেল রশিদ ফারুক বিবিসির ইন্টারভিউতে খুব স্পষ্টভাবে বলেছে। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে খুনিদের যে সম্পর্ক ছিল এটা তো আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।' তিনি বলেন, 'তার স্ত্রী খালেদা জিয়া মতায় আসে। মতায় এসেই ২১ গ্রেনেড হামলা ঘটায় এবং এর সঙ্গে তার ছেলে তারেক রহমান জড়িত। সেটা তো যারা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত তাদের কথাতেই বের হয়ে এসেছে।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি আরো বলেন, 'এক একটা ঘটনা ঘটাবার আগে খালেদা জিয়া যেসব বক্তৃতা দিয়েছে, কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল, তার আগে বলেছিল আওয়ামী লীগ একশ' বছরেরও মতায় আসতে পারবে না। আবার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পূর্বে খালেদা জিয়ার বক্তৃতা ছিল শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, বিরোধী দলের নেতাও কোনোদিন হতে পারবে না। এই ভবিষ্যৎবাণী খালেদা জিয়া কীভাবে দিয়েছিল? কারণ তাদের চক্রান্তই ছিল আমাকে তারা হত্যা করে ফেলবে। তাহলে তো আমি আর কিছুই হতে পারবো না। এটাই তাদের চক্রান্ত ছিল। এখানেই তারা ান্ত হয়নি। আপনারা জানেন, আমেরিকায় আমার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে কিডন্যাপ করে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। সেটা ধরা পড়েছে, আমেরিকায় এফবিআই তাদের তদন্তে জানিয়েছে।'

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনার কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'সবচেয়ে দুভার্গ্য, বিএনপি সরকার যদি এর সঙ্গে জড়িত নাই থাকবে তাহলে তারা আলামতগুলো কেন নষ্ট করলো? ওই গ্রেনেড হামলার পরেই তখনকার সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তার লোকজন নিয়ে এসে পুরো এলাকা ধুয়ে ফেলে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০০৪ সালে তৎকালীন সরকারের মদদেই ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। সেদিন আহতদের সাহায্য করার বদলে লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস নিপে করা হয়েছিল। কেন সেদিন তারা এটা করেছিল? এত বড় একটা ঘটনা, অথচ সে সময় সংসদে আমাদের কথা বলতে দেয়া হয়নি। তখন পার্লামেন্টের সংসদ নেতা খালেদা জিয়া বলে দিল ওনাকে আবার কে মারবে। তখন তো বলতেই হয় যে আপনিই তো মারবেন। চেষ্টা করেছেন ব্যর্থ হয়েছেন সেজন্য আর পারছেন না।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, '২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতোই বহুবার বিভিন্ন হামলার শিকার হয়েছি আমি। কিন্তু এরকম ভয়াবহ হামলার পরেও বেঁচে আছি। নিশ্চিয়ই আল্লাহ রেখে দিয়েছেন কিছু কাজ সেটা সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত হয়তো কাজ করে যেতে পারবো। আল্লাহ সেই সুযোগ দেবেন। আমি সেটুকুই চাই, সেই কাজটুকু করে যাবো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবো।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন গ্রেনেড হামলাটা হলো, সাধারণ একটা সভ্য দেশ হলে কী করতো? সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং অন্যান্য সবাই ছুটে আসতো আহতদের সাহায্য করতে, উদ্ধার করতে, চিকিৎসা দিতে। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। সেখানে কোনো রোগী যেতে পারে নাই। চিকিৎসা নিতে পারে নাই। ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিএনপির সে সমস্ত ডাক্তার তারা কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যাদের ডিউটি ছিল, তারাও ছিল না, কারণ তারা আহতদের চিকিৎসা করবেন না। আমাদের যারা ডাক্তার ছিল তারা ছুটে গিয়েছিল, তারা সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।'

তিনি বলেন, 'ঢাকা শহরে কত হাসপাতাল কত কিনিক আছে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর সেটা জানতে পারি। সমগ্র ঢাকা শহর ছড়িয়ে ছিল আমাদের নেতা-কর্মী। মিছিলে যারা দূরে ছিল তারা তখন ছুটে আসেন এবং যারা বেঁচে যায় তাদের হাসপাতালে নিতে যান তখন পুলিশ লাঠিচার্জ করলো। এসব করা হয়েছিল যাতে সেদিন ওই হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে ওই জায়গা ত্যাগ করতে পারে, সেই সুযোগটা সৃষ্টি করার জন্য। কাজেই সরকারের মদদ না থাকলে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হতে পারতো না। সন্ত্রাসীদের এক জায়গায় করা, তাদের ট্রেনিং দেয়া ও পরবর্তীতে তাদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। তাদের ধারণা ছিল আমি মারা গেছি। যখন শুনলো মারা যাইনি, ওই রাতের বেলায় চার জনকে দেশ থেকে পালাবার সুযোগ করে দেয়া হয়। আসলে খুন-খারাবি তাদের অভ্যাস। এরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না।'

ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে যুক্তরাষ্ট্রে কিডন্যাপ করে হত্যার চেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এফবিআই যখন এটা তদন্ত করে সেখানে বিএনপি নেতা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সাজাপ্রাপ্ত হয়। ওইখানে বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান এবং শফিক রেহমানের নাম বেরিয়ে এসেছে। যে শাস্তি পায় সে যে তারেক জিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল, এটা আমরা কখনো জানতে পারতাম না যদি এফবিআই এটা খুঁজে বের না করতো।'

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ প্রান্তে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার উপ-নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি স): উত্তরপ্রদেশের রাজ্যসভার সাংসদ অমর সিং-এর প্রয়াণে সেই রাজ্য থেকে একটি শূণ্য পদ তৈরি হয়েছে। এই শূণ্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন কমিশন উপ-নির্বাচনের একটি সময়সূচি স্থির করেছে।

শুক্রবার পিআইবি এই কথা জানিয়ে বলেছে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ২৫ আগস্ট এই শূণ্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে ২ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনের দিন ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। সকাল ৯টা থেকে ৪টে পর্যন্ত এদিন ভোট নেওয়া হবে। ভোট গণনা ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায়। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। নির্বাচন পরিচালনের সময় করোনা সংক্রমণ রোধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্য সচিবকে রাজ্য থেকে একজন শীর্ষ আধিকারিককে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য,এ বছরে ১ আগস্ট উত্তরপ্রদেশে রাজ্যসভার সাংসদ অমর সিং পরলোক গমন করেন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ছিল ২০২২-এর ৪ জুলাই পর্যন্ত।

বাংলাদেশের গৃহবধূকে ভারতের পতিতালয়ে বিক্রি

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরে উচ্চবেতনে দুবাই পাঠানোর কথা বলে এক গৃহবধূকে ভারতের পতিতালয়ে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) দুপুরে ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী এ বিষয়ে বন্দর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফখরুদ্দীন ভূইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী নারীর স্বামী খুব দরিদ্র। তার রোজগার কম হওয়ায় সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। এ সময় উপজেলার ফরাজিকান্দা কবরস্থান রোড এলাকার দ্বীন ইসলাম দিলু (৩৫) ও মাধবপাশা এলাকার মনা মিয়া ভুক্তভোগীর স্বামী ও তার স্ত্রীকে উচ্চবেতনে দুবাইতে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। স্বামীকে সাহায্য করতে ও একটু সচ্ছল জীবনের আশায় দুবাই যেতে রাজি হন ওই নারী।

পরে গত ১১ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে নেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে ওই নারীকে নিয়ে যান দ্বীন ইসলাম দিলু ও মনা মিয়া। কিন্তু ওই নারীকে কৌশলে ভারতে নিয়ে একটি পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয় দিলু ও মনা। পরে কৌশলে পতিতালয় থেকে পালিয়ে ভারতীয় পুলিশের কাছে আশ্রয় নেন ও পরিবারকে বিস্তারিত জানান ঘটনার শিকার নারী। বর্তমানে তিনি ভারতের দমদম জেলে আটক রয়েছে।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফখরুদ্দীন ভূইয়া বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পেলে অবশ্যই দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ্রেনেড হামলা,বিএনপির নেতৃত্বকে কবর দেয়ার রাজনৈতিক চক্রান্ত : গয়েশ্বর

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২১।। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা বিএনপির নেতৃত্বকে কবর দেয়ার 'রাজনৈতিক চক্রান্ত' ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, '২১ আগস্টের ঘটনা হাসিনাকে (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) হত্যার চক্রান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই চক্রান্ত ছিল সেদিন জাতীয়তাবাদী শক্তির নেতৃত্বকে কবর দেয়া, যা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বিএনপির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে।'

এক স্মরণ সভা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির এই নেতা বলেন, ওই ঘটনার প্রকৃত অপরাধীরা এখনও বেঁচে আছে এবং নিরাপদে রয়েছে। তারা দেশে এবং এর বাইরে রয়েছে এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। যেহেতু এটি রাজনৈতিক হিসাব নিকাশের বিষয়, তাই আসল ঘটনা কখনই আলোর মুখ দেখবে না। তিনি বলেন, ঘটনাটি নিয়ে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে দমন করার প্রয়াসে পুরো রাজনীতিকে বিপন্ন করা হয়েছে। ২১ আগস্টের ঘটনাটি ১/১১ (সেনাবাহিনী সমর্থিত) শাসনের মতো কোনো রি-এরেজমেন্ট হতে পারে। বিএনপি নেতা আরও বলেন, বিএনপি ও এর চেয়ারপার্সন খালেদ জিয়া ১/১১ এর ভিকটিম হয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা এর সুবিধাভোগী হয়েছেন। ঢাকা জেলা বিএনপির উদ্যোগে দলের ভাইস চেয়ারম্যান সদ্য প্রয়াত আবদুল মান্নানের স্মরণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে এ গ্রেনেড হামলায় দলের তৎকালীন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন প্রাণ হারান। অল্পের জন্য বেঁচে যান হামলার প্রধান ল্যবস্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তবে গ্রেনেডের প্রচণ্ড শব্দে তার শ্রবণশক্তি মারাত্মক তিগ্রস্ত হয়। এ হামলায় তিন শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন।

গ্রেনেড হামলার এ ঘটনায় দুটি মামলা করা হয়। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীনে একটি এবং হত্যার জন্য আরেকটি মামলা। সব প্রক্রিয়া শেষে ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর গ্রেনেড হামলার দুই মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও সাবেক শি উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আদালত। এছাড়া, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং বাকি ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।

জারইলতলার জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার বড়খলায়, চাঞ্চল্য

বড়খলা (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার শিলচর-জয়ন্তিয়া সড়কের পাশে বড়খলা থেকে রহস্যজনকভাবে জারইলতলার এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত মৃত ব্যক্তির নাম মনীন্দ্র কুমার বৈদ্য (৪৮)। কাছাড় জেলার বড়খলা থানার অধীন জারইলতলা বাজারের বাসিন্দা মনীন্দ্র বৈদ্য পেশায় খাদ্য সামগ্রী ভুট্টা ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এলাকায়। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে ভুট্টা বিক্রির উদ্দ্যেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মনীন্দ্র কুমার বৈদ্য। কিন্তু রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকজনরা সম্ভাব্য সর্বত্র খোঁজখবর করে মনীন্দ্র বৈদ্যের কোনও সন্ধান পাননি। আজ শুক্রবার বিকেলের দিকে শিলচর-জয়ন্তিয়া সড়কের বড়খলা গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টের পার্শবর্তী স্থানে রাস্তার পাশে পথচারীদের নজরে পড়ে মনীন্দ্র বৈদ্যের মৃতদেহ। খবর পেয়ে বড়খলা থানার ওসি সুরজিৎ চৌধুরী অন্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় মরদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক এনকোয়েস্টের পর ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত মনীন্দ্র বৈদ্যের মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। মৃত ব্যক্তির মুখোমণ্ডলে রক্তের দাগ দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এটা খুন না দুর্ঘটনা তা নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

করোনা আক্রান্ত লালুপ্রসাদের ৯ নিরাপত্তারক্ষী

রাঁচি, ২১ আগস্ট (হি.স.): করোনা আক্রান্ত রাষ্ট্রীয় জনতা দল সুপ্রিমো তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের ৯ নিরাপত্তারক্ষী করোনা আক্রান্ত। শুক্রবার তাঁদের প্রত্যেকের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এই মুহূর্তে কেলি ডিরেক্টরস বাংলোতে রয়েছেন ৭২ বছরের লালুপ্রসাদ যাদব।এই বাংলোরই ৯ নিরাপত্তারক্ষী করোনা আক্রান্ত।

কয়েক দিন আগে রাঁচির রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস ভর্তি ছিলেন লালুপ্রসাদ। তারপরেই সেখান থেকে কেলি ডিরেক্টরস বাংলোতে এনে রাখা হয়েছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। জানা গিয়েছে বাংলোর বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৯ নিরাপত্তারক্ষীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। পুরো ঘটনার কথা জানানো হয়েছে রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিবেক কাশ্যপকে। তিনি জানিয়েছেন, ৯ নিরাপত্তারক্ষীকেই তাঁদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় অন্য নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করা হবে। বিবেক কাশ্যপ জানিয়েছেন, লালুপ্রসাদের শরীর নিয়ে কোনও ঝুঁকি তাঁরা নেবেন না। পুরো ঘটনা রাঁচির জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। আরজেডি সুপ্রিমো যাতে কোনও ভাবেই সংক্রমণের কবলে না পড়েন, সেদিকে খেয়াল রাখা হবে। তাঁর নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হতে পারে বলেই সূত্রের খবর। উল্লেখ্য প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করছেন। ২০১৭ সালের শেষদিক থেকে রাঁচির সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় লালুপ্রসাদকে। কিছুদিন আগে জানা যায়, হাসপাতালে লালুর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক উমেশ প্রসাদের অন্য আর এক রোগী করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। এর পরে ওই হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ এবং চিকিৎসকদের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। লালুর চিকিৎসক উমেশ প্রসাদ-সহ হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসককে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। এরপরই কেলি ডিরেক্টরস বাংলোতে এনে রাখা হয় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

বিহারে ব্যালট পেপারেই নির্বাচন হোক দাবি জানাল আরজেডি

পাটনা, ২১ আগস্ট (হি.স.): বছর শেষেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। সব কিছু ঠিকছাক চললে আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে করোনা আবহে শুরু থেকে নির্বাচনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আরজেডি এবার নয়া দাবি জানাল। বিহারে ব্যালট পেপারে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল। করোনা আবহে বছর শেষে বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে আরজেডি। যদিও এরপর সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে কীভাবে ভোট করানো যায় তা নিয়ে বিভিন্ন দলের কাছে পরামর্শ চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই মতো কমিশনের কর্তাদেরও নিজেদের মতামত জানায় রাজনৈতিক দলগুলি। শুরু থেকেই আসন্ন বিধানসভা ভোট নিয়েই আপত্তি জানিয়েছিল রাষ্ট্রীয় জনতা দল।নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে আরজেডির তরফেও একাধিক পরামর্শ দেওয়া হয়। বিহারে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আপাতত ভোটপর্ব এড়িয়ে চলারও পরামর্শ দেন আরজেডি নেতারা। একইসঙ্গে ইভিএমের বদলে বিহারে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে আরজেডি। এছাড়াও নির্বাচনে অংশ নিয়ে কোনও ভোটার যদি করোনা আক্রান্ত হন, তবে তাঁকে জীবনবিমার সুবিধা দেওয়ারও দাবি জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল।

কাছাড়-ককিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি সহ বরাক উপত্যকায় আরও পাঁচজনের প্রাণ কেড়েছে করোনা

শিলচর (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বরাক উপত্যকার আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন কাছাড় জেলা এবং একজন করে হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড বুলেটিনে এই তথ্য দিয়েছেন উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত। তবে এখনও স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি বলেও জানানো হয়েছে। ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীদের ভরতির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে ২৪ জন করোনায় মারা গেছেন বলে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরত হয়েছেন ১,৩৩৪ জন কোভিড পজিটিভ। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ১,০৩১ জনকে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৩২ জন পজিটিভ রোগী ভরতি হয়েছেন। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ১৫ জন রোগী। এদিকে কাছাড় জেলায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। আজ শুক্রবার জেলায় এখন পর্যন্ত মোট ১২৫ জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, পজিটিভদের মধ্যে ৯০ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে এবং বাকিদের আরটি-পিসিআরের মাধ্যমে। আজও জেলায় ১,০৬৩ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা সংক্রমণ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২ লাখ ৯০ হাজার ৩৬০ জন

ঢাকা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্তের ও মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২ হাজার ৪০১ জন সংক্রমিত হওয়ায় দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯০ হাজার ৩৬০ জনে। গত ৮ মার্চ দেশে করোনাভাইরাস প্রথমবারের মতো শনাক্ত হওয়ার পরে শুক্রবার পর্যন্ত সংক্রমণের নিরিখে বিশ্বে ষোড়শতম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। আর এশিয়ার মধ্যে পঞ্চমতম স্থানে। মৃত্যুর নিরিখে বিশ্বে ১৯ তম এবং এশিয়ায় অষ্টমস্থানে অবস্থান বাংলাদেশের। সক্রিয় করোনা রোগীর ক্ষেত্রে এশিয়ায় দ্বিতীয় ও বিশ্বে অষ্টমস্থানে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত দেশে ১৪ লাখের চেয়ে সামান্য বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের ১ শতাংশ মানুষের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। ৯৯ শতাংশ মানুষ পরীক্ষার বাইরে রয়েছেন। ফলে ১০ শতাংশ মানুষের পরীক্ষা হলেই পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তার চিত্র প্রকাশ হবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। শুক্রবার দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় ১২ হাজার ৯৪৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৪ লাখ ২০ হাজার ৪৯৯টি পরীক্ষা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৪০১ জন। আরও ৩৯ জনের প্রাণ ঝরেছে। ফলে দেশে এখনও পর্যনত মারণ ভাইরাসের বলি হলেন ৩ হাজার ৮৬১ জন। করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন আরও ৩ হাজার ৬২৪ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ১ লাখ ৭২ হাজার ৬১৫ জন।'

খরিফ শস্য চাষের পরিমাণ ৮.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি. স.): চলতি অর্থবর্ষের দেশে ১,০৬২.৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে খরিফ শস্য চাষ হয়েছে। গত বছর ৯৭৯.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়ে ছিল। এ বছর খরিফ শস্যের চাষের পরিমাণ ৮.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ খবর জানিয়ে পিআইবি লিখেছে, এ বছর ৩৭৮.৩২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। গত বছর ৩৩৮.৬৫ লক্ষ হক্টর জমিতে এই ধান চাষ হয়েছিল। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এ বছরে ১১.৭১ শতাংশ বেশি পরিমাণ জমিতে ধান চাষ হয়েছে। দেশে এ বছর ১৩২.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ডাল চাষ হয়েছে। গত বছর ১২৪.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ডাল চাষ হয়েছিল। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এ বছর ৬.৭৭ শতাংশ বেশি পরিমাণ জমিতে ডাল চাষ হয়েছে। গত বছর ১৬৬.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই দানাশস্যের চাষ হয়েছিল। এ বছর তা ৪.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৪.০৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে ১৯১.১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়েছিল। গত বছর ১৬৭.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এ বছর ১৪.০৯ শতাংশ বেশি পরিমাণ জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়েছে। গত বছর ৫১.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছিল। এ বছর ১.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.১৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়েছে।

এ বছর ১২৭.৬৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলো চাষ হয়েছে। গত বছর ১২৩.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়েছিল। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এ বছর ৩.৩৬ শতাংশ বেশি পরিমাণ জমিতে তুলো চাষ হয়েছে।

চলতি বছরে ৬.৯৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট ও মেস্তা চাষ হয়েছে। গত বছর ৬.৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এ বছর দেশে ১.৬৮ শতাংশ বেশি পরিমাণ জমিতে এই চাষ হয়েছে।

এই চাষের অগ্রগতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খরিফ শস্য চাষের ওপর কোভিড-১৯-এর কোনও প্রভাব পড়েনি। ২০ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ৬৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১ জুন থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সাধারণ পরিমাণের থেকে ৬ু বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কেন্দ্রীয় জল সংরক্ষণ কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ১২৩টি জলাধারে যথেষ্ট পরিমাণ জল সঞ্চয় রয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অতিসক্রিয় মূত্রথলি নিয়ন্ত্রণের খাবার

কিছু খাবার এই সমস্যা সামাল দিতে উপকারী, আবার কিছু খাবার বাঁধাতে পারে বিপদ।মূত্রথলি অতিসক্রিয় হলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগের বেগ আসে এবং তা দমিয়ে রাখাও কষ্টকর হয়ে যায়। যা অনেকসময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে। মূত্রথলির পেশি হঠাৎ করেই সংকুচিত হয়ে গেলে অতিসক্রিয় মূত্রথলির সমস্যাটা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মূত্রথলিতে মুত্রের পরিমাণ কম হলেও বেগ দেখা দেয় প্রচণ্ড। বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা ছাড়াও রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।কিছু খাবার এই সমস্যা সামাল দিতে উপকারী, আবার কিছু খাবার বাধাতে পারে বিপত্তি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল এই সমস্যার ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দ দুই ধরনের চারটি করে খাবার সম্পর্কে।

উপকারী খাবার

কলা: পটাশিয়াম আর ভোজ্য আঁশে ভরপুর একটি ফল। যা মূত্রনালীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রতিদিন কলা খেলে তা 'বাওয়েল মুভমেন্ট'য়ের জন্য সহায়ক। সরাসরি খেতে পারবেন, আবার বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।বাদাম: অতিসক্রিয় মূত্রথলি সামলাতে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম আর চিনাবাদাম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হওয়া জরুরি। এগুলোতে প্রচুর প্রোটিন থাকে, 'স্ন্যাকস' হিসেবেও আদর্শ এগুলো। পাশাপাশি ভোজ্য আঁশ ও অন্যান্য পুষ্টিগুণও প্রচুর থাকে এই বাদামগুলোতে।শসা: এতে আছে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট', ভোজ্য আঁশ এবং ভিটামিন কে, যা অতিসক্রিয় মূত্রথলি সামলাতে আদর্শ। যত খুশি তত শসা খেতে পারেন নিশ্চিন্তে।ডাল: প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ থাকে ডালে, যা সবার খাদ্যাভ্যাসে প্রতিদিন থাকা উচিত। এছাড়াও এতে আছে 'পলিফেনল' যা সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

অপকারী খাবার

ঝাল ও মসলাদার খাবার: মূত্রথলির সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে এই ধরনের খাবারগুলো। মূত্রথলির 'লাইনিং'য়ের ক্ষতি করে ঝাল ও মসলাদার খাবার। তাই এমন সমস্যা থাকলে ঝাল ও মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।

কফি: 'ডাইউরেটিক' বা মূত্রবর্ধক এই পানীয় মূত্রথলিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। তাই শুধু কফি নয়, মূত্রথলির সমস্যা থাকলে সব ধরনের 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় পরিহার করা উচিত। 'ক্যাফেইন' বেশি গ্রহণ করলে মূত্র তৈরির মাত্রা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে মূত্রথলিকে আরও বেশি সংবেদনশীল করে।লেবুজাতীয় ফল: মূত্রথলির সমস্যা থাকলে কমলা, টমেটো, লেবু, বাতাবি লেবু ইত্যাদি খাদ্যাভ্যাসে বেশি থাকা উচিত নয়। এই ফলগুলো অম্লীয় এবং তা মূত্রনালীতে অস্বস্তি তৈরি করে। তাই এগুলো যথাসম্ভব কম খাওয়াই ভালো হবে।

কৃত্রিম চিনি: অতিসক্রিয় মূত্রথলির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে কৃত্রিম চিনি। সব ধরনের কৃত্রিম চিনিই এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো খাবার কেনার আগে উপকরণের তালিকা পড়ে নিতে হবে। এমনকি মধুতেও কারও কারও সমস্যা হতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঘরে থাকলেও চুল ও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে

লকডাউনে ঘরে থাকা মানেই যে ত্বক ও চুলে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই তা কিন্তু নয়।ঘরে থাকলেও ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের আহমেদাবাদের ত্বক বিশেষক ডা. মিতা দেশাই বলেন, "ত্বকে সূর্যালোক কম লাগা মানে হল ভিটামিন ডি'র ঘাটতি। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকে ব্রণ, একনি, নখ ফাটা, চুল পড়া, অপরিষ্কার ত্বক, জ্বলুনি, ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকের সমস্যা যেমন সিরোসিস আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।"শরীর সুস্থ রাখতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি পাওয়া ভিটামিন ডি কার্যকর।ডা. দেশাই বলেন, "ঘরে থেকে পাওয়া সূর্যের আলো পর্যাপ্ত নয় কারণ গরম থেকে বাচঁতে ঘরে শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়, তাই ভিটামিন ডি পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য জানালা বা বারান্দার পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।" ভিটামিন ডি'য়ের চাহিদা মিটাতে খাবারে মাশরুম, চর্বি যুক্ত মাছ- যেমন টুনা, ডিমের কুসুম, পনির, ফলের রস, দুধের তৈরি খাবার, সয়া দুধ ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

লকডাউনে থাকা অবস্থাতেও ঘরে বসে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় বাইরের চেয়েও ঘরের বাতাস বেশি দূষিত থাকে বলে মনে করেন ডা. দেশাই। তাই এই সময়ে রূপচর্চা করার পরামর্শ দেন তিনি।তার মতে, "যারা এইসময় কোনো রকম মেইকআপ ব্যবহার করছেন না তারাই সবচেয়ে ভালো কাজ করছেন। তাই বলে ত্বকের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।" "নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা ও আর্দ রাখার কথা মনে রাখতে হবে। ত্বকের সমস্যা দূর করতে রেটিনল, হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে খাওয়ার ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করুন এতে ত্বক ও চুল ভালো থাকবে।"ফ্যাশন ও বিউটি ব্লগার ধ্বনি বাজাজ গরমে লকডাউন থাকা অবস্থায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

- মধু ত্বক টানটান করে ও আর্দ রাখে।
- চিনি ত্বক এক্সফলিয়েট করে।
- লেবু ত্বকের বিষাক্ত উপাদান দূর করে

লক ডাউনে চুলের যত্ন

ঘরে থাকলেও ঘাম ও মৃত কোষ সৃষ্টি হয়। তাই চুল পরিষ্কার রাখতে সপ্তাহে দুএকবার শ্যাম্পু করা উচিত। প্রতিদিন বা ঘন ঘন শ্যাম্পু করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হবে না।চুল ও মাথার ত্বক আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। চুল কন্ডিশন করা বাদ দেওয়া যাবেনা। চুলের যত্নে প্যাক ও তেল মালিশ উপকারী। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- জলপাইয়ের তেল, অ্যালোভেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন। কোন রকম প্রসাধনী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই চুল শুকানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে আগা ফাটা ও ক্ষতি হওয়ার সমস্যা কমে যায়। চুল খোলা না রেখে বরং হালকা করে বেঁধে ঘুমান। লকডাউনের সময় সুস্থ থাকতে ডাক্তার দেশাইয়ের দেওয়া আরও কয়েকটি পরামর্শ হল: - যোগ ব্যায়াম, ধ্যান না গান শুনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

- ভাজা পোড়া খাদ্যাভ্যাস বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অ্যাল্কোহল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং আর্দ থাকুন।
- কর্মব্যস্ত থাকুন। প্রয়োজনে নানা ধরনের ভিডিও থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- যতটা সম্ভব মুখ কম স্পর্শ করুন। এতে কেবল করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ব্রণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার।বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাস মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল।ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার: ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ভিটামিন ডি'র উপকারিতা প্রমাণিত। যা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেতে সহায়তা করে।ভিটামিন ডি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সূর্যালোক।

লকডাউনের কারণে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া সম্ভব না তাই খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।মাছ, ডিম ও মাশরুম বিপাক বাড়ানোর পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।এগুলোর পাশাপাশি, পর্যাপ্ত ঘুম, ধূমপান ও নেশার অভ্যাস বাদ দেওয়া, মানসিক চাপ কমানো ও পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি বলে পরামর্শ দেন, ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও স্ত্রীরোগ-ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডা. রিতা বকশি।প্রদাহনাশক খাবার: শরীরেরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রদাহনাশক খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

হলুদ, টমেটো, জলপাইয়ের তেল, আদা, মাছের তেল, আখরোট, বেরি ইত্যাদি ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ খাবার রোগ প্রতরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।আঁশ সমৃদ্ধ খাবার: আঁশ সমৃদ্ধ খাবার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সরবারহ করে।

এটা খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ যা শরীরের পর্যাপ্ত সম্পূরক যোগায়।আঁশ-জাতীয় খাবার শরীরে দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে এমন সংক্রমণ ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে।বর্তমান সময়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি। নতুন ভাইরাস বা ফ্লু'র থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার যেমন- দই, পালংশাক, কাঠবাদাম, গ্রিন টি, সূর্যমুখীর বীজ, টক ফল ইত্যাদি খাবার প্রতিদিনকার খাবার তালিকায় যোগ করার পরামর্শ দেন ডা. বকশি।

বিশেষ ধরনের মাইগ্রেইন'য়ের

'অকিউলার মাইগ্রেইন'য়ের লক্ষণ হতে পারে আলোর ঝলক এবং অন্ধকার ছোপ দেখা।যার 'মাইগ্রেইন' আছে সেই জানে এর যন্ত্রণা কতটা তীব্র। সাধারণত 'মাইগ্রেইন'য়ের সমস্যার কারণে হওয়া ব্যথা হয় মাথার একপাশে। দপদপানি এই ব্যথা দিনের সব কাজ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।তবে সব 'মাইগ্রেইন'য়ের সঙ্গে মাথাব্যথা দেখা দেয় না। অনেকসময় ব্যথা না থাকলেও উপসর্গ দেখা দেয় দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে।'অকিউলার মাইগ্রেইন' বেশ দুর্লভ শারীরিক সমস্যা। এর কারণে রোগী চোখে আলোর ঝলকানি দেখে, সরলরেখাকে বাঁকা মনে হয়, চোখের সামনে রঙিন ছোপ দেখে। অনেকের কিছু সময়ের জন্য এক চোখ সাময়িক কিংবা পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারায়। পড়তে, লিখতে এবং অন্যান্য কাজে সমস্যা হয়। 'রেটিনাল মাইগ্রেইন' ভেবে অনেকেই ভুল বোঝেন এই 'অকিউলার মাইগ্রেইন'কে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।' মাইগ্রেইন'য়ের সমস্যার আক্রান্ত মানুষ মাথাব্যথা শুরু হওয়ার ২০ থেকে ৩০ মিনিট আগেই পূর্বাভাস পেতে শুরু করেন। হাত কিংবা চেহারা অবশ বোধ করা, মাথা ঘোরানো, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ বোধ বিশৃঙ্খল মনে হওয়া, চোখের সামনে অন্ধকার ছোপ দেখা, আঁকাবাঁকা১ রেখা দেখা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় এসময়।১০ থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এই সমস্যাগুলো এবং চোখের দৃষ্টি সীমানার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে থাকে সমস্যাগুলো। একেই বলা হয় 'অপথালমিক মাইগ্রেইনস' ।'অকিউলার মাইগ্রেইন' মস্তিষ্কের পেছন থেকে সৃষ্টি হয় শক্তি তরঙ্গ এবং তা ধীরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। তীব্র এই শক্তি তরঙ্গ যখন সামনে আসতে থাকে তখন তার শক্তির মাত্রা অনেক বেশি থাকে, যে কারণে চোখের সামনে রঙিন ছোপ দেখা যায়।আবার একই কারণে কিছু সময় পর শক্তির অভাব দেখা দেয়, ফলে অন্ধকার ছোপ দেখা যায়। কারণ

বংশগতভাবে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রার সঙ্গে 'মাইগ্রেইন'য়ের সম্পর্ক রয়েছে। এই হরমোন মস্তিষ্কে রাসায়নিক উপাদানের মাত্রা এবং ব্যথার তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই হরমোনের তারতম্যের কারণেও এধরণের 'মাইগ্রেইন' দেখা দিতে পারে।'রেটিনা' বা অক্ষিপটের পেছনে থাকা রক্তনালীতে 'স্প্যাজম' বা খিঁচুনি হলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এ সময়ে চুলের যত্নে

করোনার সংক্রামণকালে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সময় কাটছে নিজ ঘরেই। সাধারণ সময়ে সৌন্দযর্চর্চা কেন্দ্রে চুলের যত্ন নেওয়া হতো। নিয়মিত চুল কাটা কিংবা পরিচর্যার সেই সুযোগ এখন বন্ধ। কিছুটা দুশ্চিন্তায় বাড়ছে কি চুলপড়ায়ও? বাড়িতেই শুরু হয়ে যাক চুল সুন্দর রাখার চর্চা। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদানগুলোই যথেষ্ট। একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া উপাদানগুলোও হতে পারে চুলের যত্নের জন্য উপকারী উপকরণ।

এই সময়ে চুলের যত্নের উপকরণ হওয়া চাই সহজলভ্য, যা সহজেই ঘরে পাওয়া যাবে। যেহেতু এখন গরম ও বৃষ্টি দুইই দেখা যাচ্ছে তাই উপকরণগুলো বেছে নিতে হবে চুলের ধরন বুঝে। তৈলাক্ত, শুষ্ক ও স্বাভাবিকতিন ধরনের চুলের জন্যই উপাদান ব্যবহারের আগে সঠিক পরিমাণ ও নিয়ম জেনে নেওয়া জরুরি। আবার এই সময়ে অনেক খাবারের খোসা বা অবশিষ্ট অংশ ফেলে না দিয়ে চুলের যত্নে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এমনটাই জানালেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী।

তৈলাক্ত চুলের যত্ন

ভিটামিন সি চুলের ও আমাদের শরীর দুইয়ের জন্যও বিশেষ দরকারি। লেবুর শরবত তৈরি করার পর তার খোসা ফেলে না দিয়ে সহজেই চুলের যত্নে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি লেবুর খোসা ও ৩ কোয়া রসুন ভালোমতো পেস্ট করে নিন। এবার এই পেস্টটি শুধু মাথার ত্বকে লাগিয়ে ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। রসুনের মধ্যে থাকা সালফার ও লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড মাথার কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে এই সময়ে। পরে চুল শ্যাম্পু করুন। এই প্যাকটি চুল পড়া রোধে খুব ভালো কাজ করে।

শুষ্ক চুলের যত্ন

একটি পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অর্ধেক পাকা কলা ও এক টেবিল চামচ মধু ভালোমতো ব্লেন্ড করে নিন। এরপর প্যাকটি মাথার ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন। শুষ্ক চুলে মসৃণতা আনে এই প্যাকটি।

স্বাভাবিক চুলের জন্য

একটি পেঁয়াজের রস প্রথমে পরিষ্কার মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট পর এটি শুকিয়ে গেলে ঘরে থাকা নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল গরম করে মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করুন। চুল খুব দ্রুত লম্বা হবে।

শ্যাম্পুর বিকল্প ও রং করা চুলের জন্য মসুর ডাল বেশ ভালো কাজ করে। দুই টেবিল চামচ শর্ষেবাটা ও দুই টেবিল চামচ মসুর ডাল সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পাতলা পেস্ট করে নিন। এবার পরিষ্কার মাথার চুলের গোড়ায় এই পেস্টটি ব্যবহার করুন। এ সময়ে বাসায় থেকে চুলে রং করার ফলে চুলের গোড়ায় থাকা গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ প্যাকটি মাথার ত্বক পরিষ্কার করে গ্রন্থির মুখ খুলে দেয়।

চুল ফাটা দূর করতে

চুল ফাটা দূর করতে আদারস মাথার ত্বকে ব্যবহারের পর শুকিয়ে গেলে হালকা গরম নারকেল বা জলপাইয়ের তেল মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। তবে ফাটা অংশ কাটতে চাইলে সহজ নিয়ম হলো ভেজা চুলের মাঝবরাবর সিঁথি করে দুই পাশে সমান করে নিচ থেকে কেটে ফেলা। এ ছাড়া মাথা নিচু করে ভেজা চুল পেছন থেকে সামনে এনে সমান করে আঁচড়ে নিয়ে কেটে নিতে পারেন। এতে চুলে ভলিউম লেয়ার আসবে।

কন্ডিশনারের বিকল্প চা—পাতা

বাড়িতে চা খাওয়ার পর চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে কন্ডিশনারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এই চা—পাতা পানিতে ভিজিয়ে শ্যাম্পুর পর চুলে দিয়ে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কিন্তু এর জন্য চা তৈরির সময়ে কোনো রকম চিনি ব্যবহার করা যাবে না। তাতে চুলে আঠালো ভাব চলে আসবে।

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি'য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

সামাজিক দূরত্ব না মেনেই আগরতলা ডাকঘরে চাকরি প্রার্থীদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেল শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমঝোতাপত্র

নয়াদিল্লি ২১ শে অগাস্ট (হি. স.): মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং পর্যটনকে এক আদর্শ স্থায়ী জীবিকা হিসাবে তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

পর্যটন মন্ত্রক, ট্রাভেল এজেন্টস এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টিএএআই) এবং ফিকির মহিলা সংস্থা (এফএলও)-র সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এ ব্যাপারে আজ একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এফএলও এবং টিএএআই, ব্যক্তিগত এবং আতিথেয়তা ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোর দেবে। কম মূলধন ব্যবহার করে নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠবে।

সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিংহ প্যাটেল বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মহিলারা তাদের কর্মদক্ষতা প্রমান করে চলেছেন। আমাদের দেশে খুব ভালো মহিলা চিকিৎসক,

পাইলট,বিজ্ঞানী এবং সফল ব্যবসায়ী রয়েছেন। পাশাপাশি দেশের মহিলারা দু:সাহসিক ক্রীড়া যেমন পর্বতারোহণ,সাইকেল চালানোর মতন ক্ষেত্রেও সফলভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। সেনাবাহিনীতেও মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পদও মহিলারা অলংকৃত করেছেন।

পিআইবি সূত্রের খবর, প্যাটেল বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশেষত যে সমস্ত মহিলারা গ্রামাঞ্চলে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন,তাদেরও প্রশিক্ষণে যুক্ত করতে হবে। সেই কারণেই পর্যটন ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে তিনি জানান। এতে শুধুমাত্র পর্যটন ক্ষেত্র লাভবান হবে তা নয় একই সঙ্গে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নেও সাহায্য করবে। হোম স্টে,ক্যাটারিং,পর্যটক সহায়ক পর্যটনের একাধিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্যের সুযোগ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

টিএএআই এবং এফএলও একত্রে মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।আজকের সমঝোতাপত্রটি পর্যটন মন্ত্রক, টিএএআই এবং এফএলওর মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়ায় পর্যটন ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি মহিলারা পর্যটন ক্ষেত্রে কর্মশক্তি হিসাবে এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে উঠে আসবেন।

এফএলও এবং টিএএআইয়ের রাজ্য শাখা গুলি, রাজ্য পর্যটন দপ্তর ও রাজ্য পর্যটন নিগমের সঙ্গে একযোগে কাজ করে মহিলাদের সচেতন করার কাজ করবে। পর্যটন ক্ষেত্রে মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং পর্যটনকে এক আদর্শ স্থায়ী জীবিকা হিসাবে তুলে ধরতে তারা একযোগে কাজ করবে। এই সহযোগ তৃণমূল স্তরে,আধা শহর, শহর এবং শহরের শিক্ষিত মহিলাদের কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। এফএলও এবং টিএএআইয়ের শাখা গুলি সংশ্লিষ্ট মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া চালাবে,তাদের জীবিকা নির্বাহে প্রশিক্ষিত করবে এবং তাদের সচেতন করার কাজ করবে।

প্রতিনিধিরা 'দেখো আপনা দেশ' কর্মসূচীর অধীনে দেশের মধ্যে ১৫টি পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দেখার অঙ্গীকার করবে। এই কর্মসূচীর মূল বিষয় গুলি হল:

১) 'দেখো আপনা দেশ' কর্মসূচীর অধীনে কম পক্ষে ১৫ টি পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দেখার বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে।

২) রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সৌধ এবং পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে পর্যটনের ব্যবস্থা সংগঠিত করা। মহিলারাই গাইডের কাজ করবেন,খাবারের স্টল চালাবেন, নিজেদের শিল্প কারুকলার স্মারকের স্টল করবেন,পর্যটনের সব হিসাব রাখবেন।

৩) এফএলও এবং টিএএআই একযোগে মহিলাদের সচেতন করার পাশাপাশি ,সেমিনার,ওয়ার্কশপ এবং আলোচনার ব্যবস্থা করবে।

৪) খাদ্য নিরাপত্তা,স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা,পরিবেশ ও রন্ধন সহ পর্যটন ওয়ার্কশপ সংগঠিত করতে প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি করা হবে।

৫) মহিলাদের 'অতিথিদেব ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত করা হবে।

৬) সমবেত ভাবে এবং মহিলা পরিচালিত, শহর এবং গ্রামাঞ্চলে হোম স্টের ব্যবস্থা করা হবে।এর দরুন মহিলাদের জীবিকার সংস্থান হবে।

পর্যটন মন্ত্রক এই সব উদ্যোগে তাদের অনুমোদন দেবে,লোগো ব্যবহার করতে দেবে,পরামর্শ দেবে এবং সঠিক যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে।

বিশ্বভারতী-কান্ডে শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদত পরিস্থিতি জটিল করেছে : এসইউসিআই(সি)

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : বিশ্বভারতীর শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদত থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। বলী প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই(সি) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এদিন এক বিবৃতিতে একথা বলেন।

চণ্ডীদাসবাবু বলেন, 'বিশ্বভারতীর মত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন যেভাবে গত কিছুদিন ধরে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর পেশি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শিক্ষক, পড়ুয়া, গবেষক ও সর্বোপরি আশ্রমিকদের সংগে আলাপ-আলোচনা ব্যতিরেকে পাঁচিল নির্মাণ করার মত পদক্ষেপ কেন গ্রহণ করা হল তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।'

তাঁর অভিযোগ, "দুই বিবাদমান গোষ্ঠীর পিছনে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদত থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। সামগ্রিক ঘটনার পিছনে উপাচার্যের ক্ষমতার অপব্যবহারই দায়ী। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে বিশ্বভারতীর মধ্যে অনুরূপ যে কোনও পদক্ষেপের আগে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা করার দাবি করছি।'

করোনার আবহে ১ সেপ্টেম্বর অসমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে পুনর্বিবেচনার দাবি প্রদীপের

শিলচর (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে অসমের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ এখনও সমগ্র রাজ্যে অতিমারি করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় স্কুল-কলেজ খোলা হলে পড়ুয়াদের সুরক্ষার বিষয়ে আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থার (আকসা) প্রতিষ্ঠাতা তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি বলেন আমেরিকায় স্কুল-কলেজ খোলার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে বাহাত্তর হাজার ছাত্রছাত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী করোনায় আক্রান্ত। ফলে একটি শিক্ষাবর্ষ ছাত্রছাত্রীদের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় একটি শিক্ষাবর্ষ ক্ষতি হচ্ছে ঠিক। কিন্তু এক বছরের পড়াশোনার ক্ষতিপূরণ বেঁচে থাকলে নিশ্চয় কোনও একভাবে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। সংকটকালীন এই সময়ে জীবিত থাকাটা বেশি মূল্যবান। প্রদীপ বলেন, অতীতে আসু-র আন্দোলনের ফলে একটা শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়েছিল, তাতে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। তাঁরা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই রাজ্য সরকারের কাছে আইনজীবী তথা প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্তরায় এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন।

প্রদীপের প্রস্তাব, বহু সংখ্যক অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে এই বিষয়টি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে নিজের মতামত তুলে ধরেন প্রদীপ। বলেন, প্রতিদিন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় খোলা সঠিক হবে না বলে মনে করেন দত্তরায়।

করোনা রুখতে রাজ্যে প্রতি শনিবার ও রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত হরিয়ানা সরকারের

চণ্ডিগড়, ২১ আগস্ট (হি. স.) : : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে এখন থেকে প্রতি শনিবার ও রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হরিয়ানার সরকার। শুক্রবার হরিয়ানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ জানিয়েছেন, 'জরুরি পণ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত দোকান বাদে এখন থেকে সাপ্তাহিক ছুটিতে সব সরকারি-বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান থাকবে।'

হরিয়ানায় গত কয়েকদিন ধরেই সংক্রমণ আচমকা ঊর্ধমুখী হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যে একদিনে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৯৬ জন। এখনও পর্যন্ত এটাই একদিনে সর্বাধিক শনাক্ত। তার আগের দিন বুধবার নতুন করে ৯৯৪ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছিল।

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজার ৯২৬ জন। আর মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৭৮ জন। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ জানিয়েছেন, রাজ্যে যেভাবে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বাড়ছে তাতে খুব শিগগিরই রাজ্যজুড়ে সেরো সার্ভে করানো হবে। কতজন উপসর্গহীন রুগী রয়েছেন তা চিহ্নিত করা হবে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই করোনা সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে উইকএন্ড লকডাউন এবং নৈশ কার্ফুর ঘোষণা করেছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। শুক্রবার থেকেই পঞ্চ নদীর তীরে নৈশ কার্ফু চালু হচ্ছে।

২৯ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৫৪,৮৪৯ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ সংক্রমণে ফের রেকর্ড ভারতে, একলাফে অনেকটাই বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৯,০৫,৮২৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৮,৮৯৮ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৪,৮৪৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ২৯,০৫,৮২৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২১,৫৮,৯৪৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ০২৮। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৫৪,৮৪৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,০০১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২২১ জন, বিহারে ৪৯২ জনের, চন্ডীগড়ে ৩১ জন, ছত্তিশগড়ে ১৬৮ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,২৫৭ জনের, গোয়া ১২৬ জন, গুজরাটে ২,৮৫৩ জনের, হরিয়ানায় ৫৭৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৭৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২৮৬ জনের, কর্ণাটকে ৪,৪২৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৯১ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,১৭১ জন, মহারাষ্ট্রে ২১,৩৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১৮ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ৩৮০ জনের, পুদুচেরিতে ১৩৭ জন, পঞ্জাবে ৯৫৭ জন, রাজস্থানে ৯২১ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৬,২৩৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৭৩৭ জন, ত্রিপুরায় ৬৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৮৭ জন, উত্তর প্রদেশে ২,৭৩৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,৬৩৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৮৯ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৪.৩০ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৩.৮২ শতাংশ মানুষ। কোভিড-১৯ ভাইরাসকে ঠেকাতে ও সংক্রমণের গতিবিধি বুঝতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৩৪,৬৭,২৩৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২০ আগস্ট ৮,০৫,৯৮৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

দিলীপ কুমারের ভাই আসলাম খান প্রয়াত, সংক্রমিত ছিলেন করোনায়

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.): প্রবীণ অভিনেতা দিলীপ কুমারের ভাই আসলাম খান প্রয়াত হয়েছেন। আসলাম খান কোভিড-১৯ ভাইরাসেও সংক্রমিত ছিলেন। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আসলাম খান। লীলাবতী হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবীণ অভিনেতা দিলীপ কুমারের ভাই আসলাম খান শুক্রবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এবং হার্টের রোগী ছিলেন তিনি। কোভিড-১৯ ভাইরাসেও আক্রান্ত ছিলেন তিনি। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ায় গত ১৬ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৮৮ বছর বয়সী আসলাম খান এবং দিলীপ কুমারের অপর ভাই ৯০ বছর বয়সী এহসান খান। উভয়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকালে প্রয়াত হলেন আসলাম খান।

খুঁটি পুজো না করে এবার হকারদের অর্থ সাহায্য করবে দমদম তরুণ দল

কলকাতা,২১ আগস্ট (হি স): করোনা কাঁটায় বেশ অনেকদিন ধরে বন্ধ লোকাল ট্রেন। লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকার জেরে চরম সমস্যায় হকাররা। রুজি-রোজগার বন্ধে খুব খারাপ অবস্থা হকারদের। কিন্তু এরই মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপর এই দুর্গাপুজো। তবে চলতি বছর কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে সকলেই হয়ে উঠেছে অত্যন্ত মানবিক। আর তাই এবার খুঁটি পুজোর টাকা দিয়ে হকারদের অর্থ সাহায্যের সিদ্ধান্ত দমদম তরুণ দলের।

ইতিমধ্যেই ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। সময় বলছে পুজোর দোড়গোড়ায় এসে হাজির। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। কিন্তু তবুও কিন্তু তবুও পুজো ছাড়া কলকাতা এ যেন ভাবাই যায় না। ইতিমধ্যেই পুজোর নিয়ম কানুনের একধাপ করে এগোতে শুরু করেছে উদ্যোক্তারা। করোনা আবহে ট্রেনের হকার থেকে রাস্তার হকার প্রত্যেকে পড়েছে চরম সমস্যায়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পুজো কমিটি গুলি সেরে ফেলেছে খুঁটিপুজো কাজ। অন্যদিকে রবিবার খুঁটিপুজোর দমদম তরুণ দল। তবে, চলতি বছর খুঁটিপুজোর খরচ বাঁচিয়ে বিরাটি, দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনের কিছু হকার, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে লজেন্স ও ঘুগনি বিক্রি করেন যে ফেরিওয়ালারা, তাঁদের হাতে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা করে তুলে দেবেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সিদ্ধান্তের অনেকটা উপকৃত হবে হকাররা এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

অসমে সরকারি নিয়োগে বাঙালিদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ চেয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়

গুয়াহাটি (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : সরকারি বিভিন্ন পদে বাঙালিদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ চেয়েছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থার (আকসা) প্রতিষ্ঠাতা তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। এ ব্যাপারে অসম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দত্তরায় বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, এলপি এবং এমই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার যুবক-যুবতীরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ বলেন, সম্প্রতি প্রায় হাজারখানেক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে চাকরি হয়েছে। দেখা গেছে, বরাক উপত্যকার যুবক-যুবতীরা কোনও সুযোগ পাননি। স্বাস্থ্য দফতরে ৩০০টি পদে চাকরি হয়েছে, জল সম্পদ বিভাগে ২০০টি, এমন-কি কৃষি দফতরে ১৩৭ জনের চাকরি হয়েছে। অথচ এই সকল তালিকায় বরাক উপত্যকার একটি ছেলে বা মেয়েও স্থান পায়নি। তাই এমন বঞ্চনা চলতে থাকলে বরাকের যুবক-যুবতীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে উঠবেন। বরাকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশি। ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএ, বিএ পাশ করে পর্যাপ্ত যোগ্যতা নিয়ে তারা ঘরে বসে দিন কাটাচ্ছেন এই সকল বেকার। তাই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রদীপ বলেন, বরাক উপত্যকার যোগ্য প্রার্থীদের যোগ্যতার নিরিখেই সুযোগ প্রদানের দাবি জানাচ্ছেন তিনি। বলেন, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ বাঙালি রয়েছেন। এই অনুপাতের নিরিখে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অন্তত ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিক দাবির কথাও তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রদীপ দত্তরায়।

২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত আরও ৩,২৪৫, পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১,৩২,৩৬৪ জন

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি স): পশ্চিমবঙ্গে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৩,২৪৫ জন। তবে, আতঙ্কের মাঝে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার হার। একদিনে করোনা জয় করে বাড়ি ফিরেছেন ৩,০৮২। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,২৪৫ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১,৩২,৩৬৪ জন। অন্যদিকে একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,০৮২। এখনও পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ১,০১,৮৭১ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৭৬.৯৬ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৫ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২,৬৮৯। যার মধ্যে ১,১৫৪ জন কলকাতার বাসিন্দা। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২৭,৮০৪ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ১৪,৮৭,৮৪৪ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬,২২৯ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

ডিমা হাসাওয়ের হাতিখালি আরদাওপুর গ্রামে একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের শিলান্যাস মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্মের

হাফলং (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেতে সক্ষম হয় সেই লক্ষ্যেই জেলায় চারটি একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল স্থাপন করা হবে। শুক্রবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের হাতিখালি নির্বাচন কেন্দ্রের আরদাওপুর গ্রামে একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের শিলান্যাস করে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্ম।

একলব্য স্কুলের শিলান্যাস করে মন্ত্রী ব্রহ্ম বলেন, দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির উপজাতি জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে এই কেন্দ্রের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রালয়ের হস্তক্ষেপে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে সমগ্র দেশ জুড়ে।

এদিন একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয় করে মোট চারটি একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল স্থাপন করা হবে। প্রতিটি স্কুলে ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতে পারবে এবং শিক্ষা দেওয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এগুলিতে থাকবে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা। থাকবে খাওয়াদাওরও সুবিধা। স্কুলের ইউনিফর্ম থেকে পাঠ্যপুস্তক সব মিলবে বিনামূল্যে, জানান সিইএম দেবোলাল গারলোসা। আজকের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পল বরুয়া, পার্বত্য পরিষদের ইএম স্যামুয়েল সাংসন, ইএম নন্দিতা গারলোসা, পরিষদ সদস্য বিমল হোজাই প্রমুখ।

আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া গৃহবধূর দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ২১ আগস্ট (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া গৃহবধূর মৃতদেহ শুক্রবার উদ্ধার হয় প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে বালুরঘাট শহরের নদীর ঘাটে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম শর্মিলা বেসরা। স্বামী দিলীপ মার্ডি পেশায় ট্রাক্টর চালক। বাড়ি বালুরঘাট থানার পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ষাপাড়ায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ওই গৃহবধূ নদীতে তলিয়ে যান। বালুরঘাট থেকে ডিএসপি (সদর) ধীমান মিত্র, বালুরঘাট থানার আইসি গৌতম রায়, পতিরাম পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ওসি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ডুবুরি, স্পীড বোট সহ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা সেখানে যান। তল্লাশির কাজে যোগ দেন স্থানীয়রাও। অবশেষে এদিন ওই গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পতিরাম পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ওসি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় জানান, আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

রঘুনাথগঞ্জে হেরোইন ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগে ধৃতকে জুতার মালা পরিয়ে ঘোরাল গ্রামবাসীরা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ আগস্ট (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বানিপুর এলাকায় হেরোইন ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে গলায় জুতার মালা পরিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরাল গ্রামবাসীরা। এরপর গ্রামবাসীরা হেরোইন বিক্রির অভিযোগে কামরুজ্জামান শেখের বাড়িতে চড়াও হয়ে তার বাড়ি ভাঙচুর করে।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মহাকুমার পুলিশ বলেন, অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন ভোরে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দুই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা।অভিযুক্ত যুবক কামরুজ্জামান পালিয়ে গেলেও প্রহ্লাদ মাঝি ধরা পড়ে যায়। তার কাছ থেকেই গাঁজা ভর্তি একটি ব্যাগ পাওয়া যায়। এরপরে গ্রামবাসীরা গলায় জুতার মালা পরিয়ে প্রহল্লাদকে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে বেধড়ক মারধর দেয়। কামারুজ্জামানের বাড়িতেও চড়াও হয়ে তার বাড়িতে ভাঙচুর করে। এরপরে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত দু"জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

দমদমে মা- মেয়ের রহস্য মৃত্যু

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি স): সাপ্তাহিক লকডাউনের দ্বিতীয় দিন শহরে রহস্য মৃত্যু। শুক্রবার দমদমে মল রোডের বাড়ি থেকে উদ্ধার মা-মেয়ের মৃতদেহ। কিভাবে মৃত্যু হল মা-মেয়ের তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, দমদমের মল রোডের একটি বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ থেকে বেরোচ্ছিল পচা গন্ধ। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে মা-মেয়ের পচা গলা মৃতদেহ।

পুলিশ সূত্রে খবর, দরজা ভেঙে দেখে খাটের উপরে পড়ে রয়েছে মায়ের মৃতদেহ। অন্যদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় মেয়ের মৃতদেহ। পুলিশের অনুমান আত্মহত্যা করেছেন মেয়েটি। অন্যদিকে কিভাবে মৃত্যু হলো মায়ের তার নিয়ে ধন্ধে পুলিশ। অন্যদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ওই মহিলা ছিল মানসিক সমস্যাও। কিভাবে মৃত্যু হল তাদের তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্বচ্ছতার অভাবেই দুর্নীতির জন্ম, করোনা-সরঞ্জাম ক্রয়ের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি রাজ্যপালের

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.): করোনা আবহে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। ইতিমধ্যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে তাঁরা প্রধান সচিবকে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিয়ে টুইট করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তিনি লেখেন, "আমি আগেই প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম। পছন্দের লোক লুটেপুটে খাচ্ছে, কেলেঙ্কারির এমন ইঙ্গিতও ছিল। দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রী তিন সদস্যের কমিটি করেছেন। স্বরাষ্ট্র ও অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যসচিব এই তিন জনের কমিটি। আশা করা যায় কেলেঙ্কারি ফাঁস হবে। ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হবে না।' এরপর শুক্রবার ধনকর টুইটে লেখেন, "মমতা-সরকারের মহামারী ক্রয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ধামাচাপা দিতে হওয়া তদন্তের বিশ্বাসযাগ্যতা নেই। সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরাই (এক জন ছাড়া) বাঁচাতে ব্যস্ত। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কাজ। কেবলমাত্র স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত অপরাধীদের ধরতে পারবে।"" রাজ্যপাল লিখেছেন, কেনাকাটার কাটমানি কোথায় গেল, কে বা কারা লাভবান হলেন-সেটা খোঁজাই তদন্তের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত। করোনা ক্রয়ের হিসাব, কোথা থেকে কেনা হয়েছে, কারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জানিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ হোক। স্বচ্ছতার অভাবেই দুর্নীতি জন্ম। মমতা প্রশাসন এবার পর্দা সরিয়ে আসল তথ্য বাইরে আনুন। আর্থিক অনিয়ম এবং নির্দিষ্ট কয়েকজনের লাভবান হওয়ার খবরে বিরক্তি বোধ করছি।" এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আধিকারিক জানান, সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসা পরিষেবার ঘোষণা করার পরই প্রচুর পরিমাণ মাস্ক, পিপিই—সহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ পিপিই, ৩৭ লক্ষ এন৯৫ মাস্ক ও ৪০ লক্ষ গ্লাভস অর্ডার দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বোঝাই যাচ্ছে, মহামারী মোকাবিলার জন্য গত কয়েক মাসে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ বহু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনেছে। আর তাতে ব্যয় হয়েছে ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এই লেনদেনের ব্যাপারেই দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

প্রশান্ত ভূষণের বিতর্কিত মন্তব্যে সায় সিপিএমের

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : আদালত অবমাননার দায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। বৃহস্পতিবার তাঁর শাস্তি নিয়ে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আদালত তাঁকে দুই দিন সময় দিয়েছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। শুক্রবার তাঁর হয়ে সওয়াল করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সূর্যবাবু লিখেছেন, "প্রাণীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়, মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী। মানুষ মেরুদন্ডীদের মধ্যে একমাত্র প্রাণী যে মেরুদন্ড সোজা করে দুপায়ের ভর করে দাঁড়াতে ও হাঁটাচলা করতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ নতজানু হয়ে আরেক জনের পা ধরে কান্নাকাটি করে। প্রশান্ত ভূষণ প্রকৃত অর্থে মেরুদণ্ড সোজা করে চলেন।" প্রশান্ত ভূষণ জানান তিনি না ভেবে চিন্তে টুইট করেননি, তবে আদালতের যে পরামর্শ সেটি তিনি ভেবে দেখবেন। ২৪ তারিখ ফের এই মামলার শুনানি হবে। প্রশান্ত ভূষণ লিখেছেন, "এই টুইট নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা আমার কর্তব্য থেকে আমাকে বিরক্ত করবে। আমি ক্ষমা চাইব না।" সূর্যবাবু এই উক্তি যুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর টুইটের সঙ্গে।"হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস আহূত মহাজোট হলে বরাকের ১৫টি আসনের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সাতটি আসন আজমলের পক্ষে সম্ভাবনা, অঙ্ক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের

গুয়াহাটি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আসন্ন ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল বিজেপিকে কীভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, এ নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস ইতিমধ্যে কোমর কষে ময়দানে নেমেছে। ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে কংগ্রেস অবশ্য সাম-দাম (দান)-দণ্ড-ভেদ, সবকিছু ইতিমধ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে। বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বলা হচ্ছে, একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তরুণ গগৈয়ের মুখে বরাবর শোনা যেত 'হু ইজ বদরউদ্দিন'। অথচ সেই তরুণ গগৈ আজ বলছেন, 'বদরউদ্দিন ইজ মাই ফ্রেন্ড'। প্রসঙ্গত বদরউদ্দিন আজমল এআইইউডিএফ-প্রধান তথা ধুবড়ির সাংসদ।

অসমে কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলা করতে মহাজোট গঠনের ডাক দিয়েছে। বদরউদ্দিনের এআইইউডিএফ, অখিল গগৈয়ের কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, নবনির্বাচিত রাজ্যসভার নির্দল সদস্য তথা প্রবীণ সাংবাদিক অজিতকুমার ভুইয়াঁর নবগঠিত দল সহ সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-কেও মহাজোটে শামিল হতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের হিসাব, মহাজোট গঠন হলে বরাকের ১৫টি আসনের মধ্যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সাতটি আসন আজমলের দলের পক্ষে যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা। বদরপুর ও মধ্য হাইলাকান্দি আসন দুটি কংগ্রেস-এআইইউডিএফের মধ্যে ভাগাভাগিল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে আজমল-ব্রিগেডের অন্দরমহলে কানাঘোঁষা চলছে। আজমল-বাহিনীর দললকৃত মধ্য হাইলাকান্দি আসন যেমন চাইতে পারে কংগ্রেস, ঠিক তদ্রুপ নিজেদের দখলকৃত বদরপুর আসন আজমলের হাতে তুলে দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ করিমগঞ্জ, কাটিগড়া, সোনাই, কাটলিছড়া, আলগাপুর আসনগুলো এআইইউডিএফ দল দাবি করতে পারে। অন্যদিকে বিশ্বস্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্লেষকরা রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, উত্তর করিমগঞ্জ, শিলচর, লক্ষ্মীপুর, উধারবন্দ, বড়খলা, ধলাই আসনগুলি কংগ্রেস দলের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন।

২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এআইইউডিএফের নিজেদের দখলকৃত ৩৯টি আসন ছাড়া ১৮টি আসনে শাসকদল বিজেপি থেকে এগিয়ে ছিল। রাজ্যের ১ নম্বর আসন রাতাবাড়িতে বিজেপি পেয়েছিল ৫৩ হাজার ৯৭৫টি ভোট। কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের পৃথক প্রার্থীদের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ৩৭৫টি। এভাবে বড়খলা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৬ হাজার ৪৮২টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ সম্মিলিতভাবে ভোট পেয়েছিল ৬২ হাজার ৪৩৭-টি। কাটিগড়া বিধানসভা আসনে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ উভয় প্রার্থীর সম্মিলিত ভোটের সংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার ৩৭৪টি ভোট। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী ৫৯ হাজার ৭৩৬টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাথারকান্দি বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৬ হাজার ৫৪৪টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ সম্মিলিতভাবে ভোট পেয়েছিল ৬৯ হাজার ৩২৪টি ভোট। উধারবন্দ আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৪ হাজার ২০৪টি ভোট এবং কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের উভয় প্রার্থীর সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৩১৩-টি। সোনাই বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৪ হাজার ২৩৬টি ভোট। অন্যদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ প্রার্থীর মোট ভোট সংখ্যা ছিল ৬৮ হাজার ৪৯২।

এভাবে নিম্ন অসমের মঙ্গলদৈ আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়েছিল ৭৩ হাজার ৪২৩টি। অপরদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দুই দলের পক্ষে মোট ভোট পড়েছিল ৯৯ হাজার ৭৯৫টি। গোঁসাইগাঁও বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৫ হাজার ৫১৭টি ভোট। আর কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের সম্মিলিত ভোটের সংখ্যা ছিল ৭১ হাজার ৬৬৫। পূর্ব বিলাসিপাড়া বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছিল ৫৯ হাজার ২০৬টি। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দুই দল মিলে ভোট পেয়েছিল ৯৭ হাজার ৩২৩টি। গোলকগঞ্জ বিধানসভা আসনে বিজেপির পক্ষে পড়িছিল ৭৪ হাজার ৬৪৪টি ভোট। অপরদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ মিলে ভোট পেয়েছিল ৮৫ হাজার ৯৫টি। বরপেটা আসনে বিজেপি জোট পেয়েছিল ৬৩ হাজার ৫৬৩টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দল সম্মিলিতভাবে পেয়েছিল ৯৫ হাজার ৪৫০টি ভোট। সরভোগ বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৬ হাজার ৫৫৪ টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ উভয় দলের প্রার্থীর মোট ভোটের সংখ্যা ছিল ৮৩ হাজার ৫১৪টি। বরসলা বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৩ হাজার ৯১৩টি ভোট। অপর দিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৫১টি। বটদ্রবা বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পরেছিলো ৪৬ হাজার ৩৪৩টি। অন্যদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৭৩ হাজার ৪৮০টি। বরক্ষেত্রী বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৬৯ হাজার ২২৩টি ভোট। অপরদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দুই দলের ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার ৫৬০। রহা বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী ভোট পেয়েছিলেন ৭৬ হাজার ৯৪১টি। অন্যদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের পক্ষে সম্মিলিতভাবে ভোট পড়েছিল ৮২ হাজার ৬৩৪টি। নগাঁও বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছিল ৬৬ হাজার ৬০৭টি। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৭১ হাজার ৪৮০।

এই পরিসংখ্যান দিয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে মহাজোট গঠিত হলে নিশ্চিত ভাবে শাসকদলের দখলীকৃত এই ১৮টি আসনে বিজেপির পক্ষে বিপদের আশংকা থেকেই যাচ্ছে। তবে রাজনীতিতে কখন কী হয়, এর কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেননি বিশ্লেষকরা। কেননা রাজনীতির ময়দানে কে কখন কার শত্রু এবং কে কখন মিত্র হবেন, এর কোনও গ্যারান্টি নেই। একমাত্র সময়ই বলতে পারবে মহাজোট শাসকদল বিজেপিকে কতটুকু কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারবে।

তবে জোটের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এর আভাস কংগ্রেসের অন্দরমহলে এখনই শুরু হয়ে গেছে। দলের মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মিতো এখন থেকেই প্রকাশ্যেই এআইইউডিএফের সঙ্গে জোট বাঁধার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। এই আঁতাতের জন্য কংগ্রেসের ভরাডুবি হবে বলে আগাম বার্তা দিয়ে রেখেছেন রূপজ্যোতি। এদিকে এই কংগ্রেসের ভিতরে গোল বাঁদার ফায়দা নিতে শাসক দল বিজেপিও ওত পেতে বসে আছে। কেননা এই বিদ্রোহই শাসকদলের কাছে পোয়াবারো হয়ে উঠতে পারে, মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেকরা।

অসম পুলিশে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে ৩১৮৮, মৃত্যু নয়জনের

গুয়াহাটি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : অসম পুলিশে কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হয়েছেন ৩,১৮৮ জন। নিজের অফিশিয়াল টুইট আপডেটে এই তথ্য দিয়েছেন অসম পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা শাখার অতিরিক্ত ডিজিপি জিপি সিং। এডিজিপি সিং তাঁর টুইটে আরও জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত অসম পুলিশের মোট যতজনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ২,৪৩৬ জন আরোগ্য লাভ করেছেন। তাছাড়া ইতিমধ্যে ঘাতক কোভিডে আক্রান্ত হয়ে রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার নয় (৯) জন প্রাণ হারিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০ আগস্ট ২০২০ থেকে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করে অসম পুলিশের এতজন কর্মীকে কোভিড পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত গতকাল বৃহস্পতিবার কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন চড়াইদেও থানার হেড কনস্টেবল (ডিএসবি) বসন্ত গগৈ। তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চড়াইদেওয়ে এক শোকসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোকসভায় চড়াইদেও জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার কর্মী অংশগ্রহণ করে নিহত সহকর্মীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন।

আর্থিক দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার ট্রাম্পের প্রাক্তন উপদেষ্টা

ওয়াশিংটন, ২১ আগস্ট (হি. স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন উপদেষ্টা স্টিভ ব্যাননকে তহবিল তছরুপ আর জালিয়াতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন উপদেষ্টা। প্রাক্তন উপদেষ্টার গ্রেফতারি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি ট্রাম্প।

তদন্তে উঠে আসে ওই তহবিল থেকে ব্যানন ১০ লাখ ডলারেরও বেশি ব্যক্তিগতভাবে হাতিয়ে নিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন উপদেষ্টা ব্যানন এবং তাঁর তিন সঙ্গী যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে দেওয়াল নির্মাণে তহবিল সংগ্রহের জন্য কয়েক হাজার মানুষের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ তুলেছিলেন। 'উই বিল্ড দ্য ওয়াল' নামাঙ্কিত কর্মসূচির মাধ্যমে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের তহবিল গড়ে তুলেছিলেন। মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির উপদেষ্টা হওয়ার সুবাদে ব্যাননকে বিশ্বাস করেছিলেন বহু মানুষ। ফলে প্রাচীর নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ব্যানন ও তাঁর তিন সঙ্গী ব্রিয়ান কোলফেজ, অ্যান্ড্রিউ ব্যাডোলাটো এবং তিমোথি শি যোগসাজশ করে ওই তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাত করেছিলেন।

সুশান্ত মৃত্যু-মামলায় সিবিআই তদন্ত শুরু, বান্দ্রা থানায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সঙ্কেত ইতিমধ্যেই মিলেছে, শুক্রবার থেকেই বলিউড অভিনেত্রী সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু-মামলার তদন্ত শুরু করে দিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই মুম্বই এসে পৌঁছন সিবিআই গোয়েন্দারা। পরবর্তী দিন শুক্রবার মুম্বই পুলিশের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক নথি ও রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে সিবিআই। বান্দ্রা থানাতেও যান সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার সিবিআই অফিসার-সহ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। মুম্বইয়ের শহরতলি সান্তা ক্রুজের ডিআরডিও এবং আইএএফ গেস্ট হাউসে উঠেছেন সিবিআই গোয়েন্দারা। এদিন সকালে সুশান্ত সিং রাজপুতের কুক নীরজকে তদন্তের স্বার্থে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়। সিবিআই সূত্রের খবর, রেকর্ড করা হয় তাঁর বয়ান।

বিজেপিতে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য এবং দেশ গঠনে আজ থেকে তাঁরাও অংশীদার হবেন। এদিন, কংগ্রেস নেতা নারায়ণ দত্তও বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি, ওই যোগদান সভায় কংগ্রেস সমর্থিত ২০ পরিবারের একজন করে সদস্য অংশ নিয়েছেন।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর তার দিনক্ষণ ঠিক হবে। তার আগে কোভিড পরিস্থিতিতে নির্বাচন কী ভাবে করানো যায়, তা নিয়ে এই নির্দেশিকা জারি করল কমিশন।

তালিকাও

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তির একাধিক স্থানে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সম্ভব নয়। অন্তত, ত্রিপুরাতে তা অসম্ভব। কারণ, ত্রিপুরায় ইআরও নেট চালু হয়ে গেছে। তাতে, এক ব্যক্তির দ্বৈত সচিত্র পরিচয় পত্র থাকলে তা সহজেই চিহ্নিত হবে। তিনি বলেন, সারা দেশেই ইআরও নেট চালু হবে। তখন, ওই সমস্যা-র স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, আগামী ২৫ আগস্ট ত্রিপুরায় সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হবে। ওই বৈঠকে খসড়া ভোটার তালিকা আলোচনা করা হবে। আগামী ১ জানুয়ারী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার আগেই ওই ১৩০ ত্রিপুরার নাগরিকের দুই রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এ-বিষয়ে নির্বাচন কমিশন হস্তক্ষেপ করবে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে ১১৩টি। করোনা আক্রান্ত হমে আইসোলেশনে আছেন ৭৪৯ জন। সুস্থতার হার ৭৪.৬৩ শতাংশ। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৮ হাজার ৮৭৯ জনের।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে তাঁদের আবেদন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। সে-মোতাবেক আদেশ পাওয়া গেলে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দেখা হবে।

স্বনির্ভর

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর দাবি, রাজ্যে উৎপাদিত গুলমরিচ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। তাতে চাষিরা অধিক লাভবান হবেন। তিনি বলেন, প্রতিটি সমবায় সমিতিকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাদের বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। লাভজনক সমবায় সমিতিগুলির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অন্য সমবায়গুলি যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন কাজের পদ্ধতিসমূহ অনলাইনে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সুপারি গাছের খোলে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে থালাবাটি তৈরি করা যায়। এর আন্তর্জাতিক বাজার যেমন রয়েছে তেমনি পরিবেশ বান্ধবও। এই সমস্ত গৃহস্থালী সামগ্রীর ব্যবহারে সমবায় দফতরকে উদ্যোগী হতে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডে বিভিন্ন দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণগত দিক বজায় রাখতে হবে। রাজ্যের সুস্বাদু কুইন আনারস ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের প্রচারে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডে দেশের প্রতিষ্ঠিত ডেয়ারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করে তাদের পরামর্শ নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী

কল্যাণপুরে বিভিন্ন প্রকল্পে সাত জনকে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। বেকারদের স্বনির্ভর করে তুলতে কল্যাণপুর বিধানসভায় বিভিন্ন প্রকল্পে সাত জন সুবিধাভোগীকে সহায়তা করা হয়েছে। শুক্রবার কল্যাণপুর ব্লকের মুক্ত মঞ্চে এক সভায় স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লকের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় এসসি কর্পোরেশন থেকে অটো গাড়ি প্রদান করা হয়। এছাড়া মাছ ব্যবসার জন্য মৎস্য দপ্তরের তরফ থেকে অটো ট্রাক দেওয়া হয়।

অমর সিংয়ের প্রয়াণে ফাঁকা রাজ্যসভা আসন, ১১ সেপ্টেম্বর উপ-নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর, গত ১ আগস্ট সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ অমর সিং। অমর সিংয়ের প্রয়াণে ফাঁকা হয়ে পড়েছে রাজ্যসভার ওই আসন। তাই উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভার ওই আসনে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর উপ-নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন শুক্রবার জানিয়েছেন, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর প্রয়াত অমর সিংয়ের রাজ্যসভা আসনে উপ-নির্বাচন হবে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন ধরেই কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন অমর সিং। সেই সংক্রান্ত চিকিৎসা করাতেই গত মার্চে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। সেই হাসপাতালেরই আইসিইউ-তে অমর সিংয়ের মৃত্যু হয়।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল ঝাড়খণ্ড, সাহিবগঞ্জে ৪.৩ তীব্রতার কম্পন

রাঁচি, ২১ আগস্ট (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঝাড়খণ্ড। শুক্রবার দুপুরে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ কম্পন টের পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ১২.০৭.৩৪ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ধৃত সাত

● প্রথম পাতার পর

ক্ষোভের সঞ্চার হয়। মদ্যপকে আটক করে উত্তম মধ্যম দেন স্থানীয় জনগণ। তাকে আটকে রেখে খবর দেওয়া হয় আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মদ্যপ যুবককে থানায় নিয়ে আসে। এই ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার লালটিলা এলাকা থেকে ছয়জন ড্রাগস ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৩২ কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে লালটিলা এলাকায় ব্রাক ব্যবসায়ীরা অবস্থান করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ হানা দিয়ে ছয়জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। ড্রাগস সহ আটক ৬জনকে আদালতে সোপর্দ করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে লালটিলা এলাকায় প্রায় সময়ই ড্রাগস কারবারিরা হয়। তারা এলাকার যুব সমাজের হাতে তুলে দিয়ে চরম সর্বনাশ করছে। ড্রাগস এর কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুব সমাজ।ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার নাগরিকরা।এদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

বৃদ্ধের

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় তাঁর কোনও শত্রু নেই। তাই তাঁকে খুন করা হয়েছে ভাবনা ভুল হবে। তিনি মদ্যপ অবস্থায় পুকুরে পড়ে গেছেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে, শঙ্করবাবুও এ-কথাই বলেন। এদিকে, মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

এদিকে, আমতলী থানা এলাকার রানিখামার এলাকায় পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক নাবালকের। মৃত নাবালকের নাম অভয় মজুমদার। জানা যায় সে বাড়ির পাশেই পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। মাছ ধরতে গিয়ে জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে অভয় মজুমদার নামে নাবালকের। জানা যায় সে নবম শ্রেণীর ছাত্র।জলে ডুবে না ভালো ছাত্রের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নাবালকের খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা পুকুরের জলে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পুকুরের জল থেকে তার মৃতদেহটি উদ্ধার। তার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ময়নাতদন্তের পর নাবালকের মৃতদেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জলে ডুবে মৃত নাবালকের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে পাড়াপড়শির কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা।নবম শ্রেণির ছাত্রের জলেরে মৃত্যুর ঘটনায় তার মা-বাবা প্রায় অর্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে।কারুর সান্তনার বানী তাদের ভগ্ন হৃদয় স্পর্শ করছে না। এই হৃদয় বিদারক চিত্র এলাকার মানুষজনকেও মারাত্মকভাবে ব্যথিত করেছে।

গড়ে তোলা হচ্ছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

বায়ো ভিলেজের মোট ১৮৯ পরিবারের ৩৪৫ জন লোক উপকৃত হবেন। এছাড়াও কলেজস্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় এবং বিলোনীয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ে ২টি বায়োটেক ক্লাব স্থাপন করা হবে। সভায় অধিকর্তা আরও জানান, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে লক ডাউন চলাকালীন রাজ্যে বাতাসে গুণগত সূচক অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জানান, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে লক ডাউনের পূর্বে এবং লক ডাউন চলাকালীন অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারী থেকে ১২ মে পর্যন্ত রাজ্যে বাতাসের গুণগত সূচকের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল। সমীক্ষায় দেখা গেছে লক ডাউনের পূর্বে যেখানে বাতাসের গুণগত সূচক ছিল ৩৫০ এর উপর সেখানে প্রথম লক ডাউনের সময় ছিল ৬০ এর নীচে এবং দ্বিতীয় লক ডাউনের সময় ছিল ৫০-৬০ এর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশকে নির্মল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জনগণকে সচেতন হতে হবে। এই লক্ষ্যে দপ্তরকে বেশী করে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান সংগঠিত করতে হবে। শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানগুলি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপরও সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় এছাড়াও এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন স্থাপন, রিমোট সেন্সিং-এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর নিরূপণ, জলের গুণমান যাচাই ইত্যাদি কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস। পর্যালোচনা সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. শৈলেশ কুমার যাদব, ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান বসন্ত আগরওয়াল এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

াঙ্গন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: রোমাঞ্চকর ফাইনালের অপেক্ষায় লিসবন

নানা বাঁক পেরিয়ে শেষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ফাইনালে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি। এক দলের সামনে ইউরোপ সেরার মঞ্চে নিজেদের ষষ্ঠ শিরোপা উঁচিয়ে ধরার হাতছানি, আরেক দলের সামনে প্রথম।পর্তুগালের লিসবনে আগামী রোববার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায়।অলিম্পিক লিওঁকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০১৩ সালের পর প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। সেবার শিরোপা জেতার পর থেকে চার আসরে সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল জার্মান দলটি।ফরাসি লিগে আধিপত্য করা পিএসজি ইউরোপ সেরার মঞ্চে পারছিল না সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে। এবার কোয়ার্টার-ফাইনালে ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তাকে হারিয়ে ও শেষ চারে জার্মানির লাইপজিগের স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে প্রথমবারের মতো উঠেছে ফাইনালে। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলবে এমন দুই দল, যারা প্রতিযোগিতাটিতে এসেছিল নিজেদের ঘরোয়া লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়ে।ফাইনাল হবে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকার ঘরের মাঠ স্তাদিও দা লুজে। করোনাভাইরাসের কারণে দর্শক থাকছে না শিরোপা লড়াইয়ের ম্যাচেও। তবে টেলিভিশনের পর্দায় ঠিকই চোখ থাকবে লাখ লাখ মানুষের।পিএসজির আক্রমণের মূল দায়িত্বে থাকছেন যথারীতি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার। সঙ্গে আছেন বিশ্বকাপজয়ী তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। দারুণ ছন্দে আছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার আনহেল দি মারিয়া। শেষ চারে গোল করে ও করিয়ে লাইপজিগের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের জয়ের নায়ক তিনিই।শেষ চারে লিওঁর গতিময় আক্রমণে বায়ার্নের রক্ষণের দুর্বলতা বারবার ফুটে উঠেছে। ফাইনালেও এই দশা থাকলে নেইমার-এমবাপেদের বিপক্ষে চড়া মাশুল দিতে হতে পারে বুন্ডেসলিগা চ্যাম্পিয়নদের। দলটির কোচ হান্স ফ্লিক তাই সতর্ক।"পিএসজি দুর্দান্ত দল। কিছু বিষয় আমরা বিশ্লেষণ করব, আমরা জানি তাদের দ্রুতগতির খেলোয়াড় আছে। আমরা আমাদের রক্ষণকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করব, তবে আমরা জানি আমাদের বড় শক্তি প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা।"স্বপ্নের মতো মৌসুম কাটছে বায়ার্নের রবের্ত লেভানদোভস্কির। এখন পর্যন্ত আসরে করেছেন সর্বোচ্চ ১৫ গোল। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে এই পোলিশ স্ট্রাইকারের গোল ৫৫টি। লেভানদোভস্কি, টমাস মুলার ও লিওঁর বিপক্ষে জোড়া গোল করা সের্গে জিনাব্রির সামনে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে পিএসজির রক্ষণকে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়বারের মতো ফাইনালে দুই দলের ডাগআউটে থাকছেন দুই জার্মান কোচ।সাবেক বরুশিয়া ডর্টমুন্ড কোচ টুখেল ২০১৮ সালে পিএসজির দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ ভারসাম্যপূর্ণ দলে পরিণত করেছেন ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের।ফ্লিক বায়ার্নের দায়িত্ব নিয়েছেন কেবল গত নভেম্বরে। তবে দলে প্রভাব রেখেছেন দারুণভাবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে টানা ২৯ ম্যাচে অপরাজিত বায়ার্ন; জিতেছে ২৮টি, অন্যটি হয়েছে ড্র। এই সময়ে দলটি গোল করেছে ৯৭টি আর হজম করেছে মাত্র ২২টি। কোয়ার্টার-ফাইনালে বার্সেলোনাকে ৮-২ গোলে উড়িয়ে দেওয়া বায়ার্ন অভিজ্ঞতায়ও এগিয়ে থাকবে। ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এরই মধ্যে তারা ফাইনাল খেলেছে ১০টি, এর পাঁচটিতেই জিতেছে শিরোপা।আর পিএসজি এর আগে সেমি-ফাইনাল খেলেছে কেবল একবার। ইউরোপে তাদের সেরা সাফল্য ১৯৯৬ সালের কাপ উইনার্স কাপ জয়।

'পাকিস্তানের প্রয়োজন ধোনির মতো অধিনায়ক'

ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ বাঁচাতে মাঠে নামছে পাকিস্তান, অধিনায়ক আজহার আলি লড়ছেন দলে জায়গা বাঁচাতে। পাকিস্তান অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে যখন আলোচনা তুমুল, কামরান আকমল তখন তুলে ধরলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির উদাহরণ। পাকিস্তানের এই কিপার-ব্যাটসম্যানের মতে, তাদের প্রয়োজন ধোনির মতো একজন অধিনায়ক।ধোনির অবসর ঘোষণার পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় কিংবদন্তির প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন আকমল। এবার পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরলেন তার চোখে ধোনির বিশেষত্ব।" এমএস ধোনি ছিলেন এমন একজন, যিনি দলকে এগিয়ে নিতেন। যদি কেউ নিজের জায়গা পাকা করার জন্য অধিনায়কত্ব করে, নেতৃত্ব তখন তার জন্য খুব সহজ। দলের জয়-হার নিয়ে তার ভাবনা থাকে না।"" কিন্তু ধোনির ছিল এই বিশেষত্ব, সে দল গড়ে তুলেছে, পাশাপাশি নিজের পারফরম্যান্সও ছিল বিশ্বমানের। যে ক্রিকেটারদের সে গড়ে তুলেছে, এখনও তারা এক নম্বর। সে কেবল দেশেরই ভালো চেয়েছে।"পাকিস্তানের এখন এই জায়গাতেই ঘাটতি দেখেন আকমল। ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার তাই খুঁজছেন ধোনির মতো একজনকে।" পাকিস্তানে এরকম অধিনায়কই প্রয়োজন। আমরা ইনজি ভাই (ইনজামাম-উল-হক) ও ইউনিস (খান) ভাইকে দেখেছি, তারা দলকে বয়ে নিয়েছেন। এখনকার ওদের আমরা দেখি কেবল নিজের জায়গা ধরে রাখার জন্য খেলতে। দলের জয়-হার তাদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। যে কোনো দলের জন্য এসব ক্ষতিকর।"

নিবেদন দেখাও, নয়তো চলে যাও: কুমান

দলের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টায় ও পেশাদারিত্বে ঘাটতি দেখা দিলেই দেখিয়ে দেওয়া হবে বিদায়ের রাস্তা-ক্লাবে ফিরেই খেলোয়াড়দের প্রতি কড়া বার্তা দিলেন বার্সেলোনার নতুন কোচ রোনাল্ড কুমান। একই সঙ্গে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে দলের গৌরব ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছেন দলটির সাবেক এই তারকা খেলোয়াড়।মেসির সঙ্গে কথা বলবেন কুমান-কিকে সেতিয়েনের উত্তরসূরি হিসেবে বুধবার সকালে কুমানের নাম ঘোষণা করে বার্সেলোনা। পরে ওই দিনই বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসেন তিনি। সেখানেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন কুমান।"আমাদের এখন যা করতে হবে তা হলো, বায়ার্নের বিপক্ষে ম্যাচে যা করেছি তার ভিন্ন একটা ইমেজ তৈরি করা। সেদিন আমরা যা খেলেছি, তেমন বার্সাকে আমরা বা সমর্থকরা দেখতে চাই না।""বার্সার জার্সি পরে আনন্দটা অনুভব করতে হবে, গর্বিত হতে হবে। আর সেটা দলের প্রতি নিবেদনের মাধ্যমে দেখাতে হবে, পেশাদার আচরণে প্রকাশ পাবে। নিজের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিতে হবে। আমরা যদি তা করতে পারি, তাহলেই গত সপ্তাহে যা হয়েছে তার পুরোপুরি ভিন্ন একটা ইমেজ তৈরি হবে।"গত এক যুগের মধ্যে এবারই প্রথম শিরোপাশূন্য মৌসুম পার করেছে বার্সেলোনা। কোপা দেল রে থেকে আগেই ছিটকে পড়া কাতালুনিয়ার দলটি লা লিগায় শেষ ভাগে ছন্দ হারিয়ে শিরোপা হারায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে। আর গত শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ৮-২ গোলে হেরে বসে তারা। রেকর্ড ব্যবধানে ওই হারের পরই শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। চারদিক থেকে মূল দল পুনর্গঠনের দাবি ওঠে।সেতিয়েনকে সোমবার বরখাস্ত করার মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করে বার্সেলোনা। পরদিন স্পোর্টিং ডিরেক্টর এরিক আবিদালের সঙ্গেও চুক্তির ইতি টানে তারা। এর পরদিন কুমানের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করে ক্লাবটি।বায়ার্নের কাছে পর্যদুস্ত হওয়ার পরপরই ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ অনেক পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন। পরে মঙ্গলবার বার্সা টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি জানান, নতুন কোচ দায়িত্ব নিলেই আলোচনা করে নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত।প্রথম সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য কাদেরকে দল থেকে বাদ দেবেন, এমন কোনো আভাস দেননি কুমান। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন, তাদের সঙ্গেই তিনি কাজ করতে চান যারা পুরোপুরি দলের প্রতি নিবেদিত।"আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না। ক্লাবের ভালোর দিকে নজর দিতে হবে আমাদের এবং ম্যাচ জেতার জন্য সম্ভব্য সেরা স্কোয়াড গঠন করতে হবে।""নির্দিষ্ট কিছু বয়সের খেলোয়াড়দের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যদিও ৩১, ৩২ বা ৩৩ বছরে কোনো খেলোয়াড় শেষ হয়ে যায় না। সবকিছু নির্ভর করে, জয়ের জন্য আপনি কতটা মরিয়া এবং ক্লাবের জন্য আপনি সবকিছু উজাড় করে দিতে চান কি-না।""যারা এখানে থাকতে চায়, সেই সব খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে চাই আমি। যদি তারা এখানে সুখী না হয়, তাহলে তাদের সেটা বলা উচিত। আমি কেবল তাদের চাই যারা বার্সার জন্য সবকিছু উজাড় করে দেবে।" নব্বইয়ের দশকের শুরুতে তখনকার কোচ ইয়োহান ক্রুইফের বার্সেলোনার বিখ্যাত 'ড্রিম টিম" এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন কুমান। ১৯৯২ সালে ক্লাবটির প্রথম ইউরোপিয়ান কাপ জয়ের নায়কের সামনে এবার নতুন চ্যালেঞ্জ। তিনিও প্রতিশ্রুতি দিলেন দলের গৌরব ফিরিয়ে আনার।"শক্তিশালী একটি দল গঠন করতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। তবে আমাদের কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, কারণ সেদিন আমরা যা খেলেছি তা চাই না আমরা। আমাদের সুনাম পুনরুদ্ধারে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বার্সেলোনার সহকারী কোচ ছিলেন কুমান। প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন নিজ দেশ নেদারল্যান্ডসের ক্লাবে। এরপর দেশের সফলতম ক্লাব আয়াক্স, স্পেনের ভালেন্সিয়া, ইংল্যান্ডের সাউথ্যাম্পটন ও এভারটনসহ আরও কয়েক দলে কোচিং করানো সাবেক এই ডিফেন্ডার ২০১৮ সালে দায়িত্ব নেন নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের। তার হাত ধরে ২০১৯ সালে ডাচরা উয়েফা নেশন্স লিগের অভিষেক আসরে রানার্সআপ হয়, জায়গা করে নেয় এবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে। দারুণ অভিজ্ঞ ও সফল এই কোচের হাত ধরে বার্সেলোনা স্বরূপে ফিরতে পারবে বলে বিশ্বাস ক্লাবটির কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকদের। পুরনো ঠিকানায় নতুন রূপে ছাপ রাখার ব্যাপারে কুমান নিজেও বেশ আশাবাদী। "এটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ এবং সহজ হবে না। কারণ বার্সা সবসময় সেরাটা চায়, আর এমনটাই হওয়া উচিত।" "এখনও বার্সা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাব। তাই, বার্সার যেখানে থাকা উচিত সেখানে দলকে ফিরিয়ে নিতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সেরা ফল ও শিরোপার জন্য লড়াই করার মতো দলে যথেষ্ট মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে।"

বার্সায় মেসির কাছ থেকে শিখতে চান পেদ্রি

সব গুঞ্জন মিথ্যে করে দিয়ে কাম্প নউয়েই থাকবেন মেসি-আশা বার্সেলোনার তরুণ ফুটবলার পেদ্রির। বড় মঞ্চের তারকা হয়ে উঠতে 'বিশ্বের সেরা ফুটবলারের' কাছ থেকে শিখতে চান গত মাসে কাতালান ক্লাবটিতে যোগ দেওয়া ১৭ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।এই স্প্যানিয়ার্ডকে পেতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার সেই সময়ের ক্লাব লাস পালমাসের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছায় বার্সেলোনা। চুক্তি অনুযায়ী পেদ্রি গত ১ জুলাই যোগ দেন কাতালান দলটিতে।আনুষ্ঠানিকভাবে বুধবার পেদ্রিকে গণমাধ্যমের সামনে আনে বার্সেলোনা। এসময় তার পাশে ছিলেন ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ ও এরিক আবিদালের জায়গায় স্পোর্টিং ডিরেক্টর হয়ে আসা রামোন প্লানেস।ক্যারিয়ারের শুরুতে এত বড় দলে যোগ দিতে পেরে দারুণ খুশি পেদ্রি। সঙ্গে থাকবে নতুন ঠিকানায় দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। তবে, সব চাপ সরিয়ে মূল দলে জায়গা পেতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য তার।আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাকে আদর্শ মানা পেদ্রি মুখিয়ে আছেন মেসির সঙ্গে খেলার জন্য।"আমার সবসময়ের আদর্শ আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। আর এখন আমি বিশ্বের সেরা ফুটবলারের কাছ থেকে শিখতে চাই, যিনি হলেন লিও মেসি।"কাম্প নউয়ে থেকেই নিজেকে গড়ে তোলার ভাবনা পেদ্রির। তবে শুরুতে অন্য কোনো দলে তাকে ধারে পাঠানোও হতে পারে, যেন নিয়মিত খেলার সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন।"আমরা প্রথম চাওয়া হলো এখানে থাকা এবং বিশ্বের সেরা ফুটবলারের সঙ্গ উপভোগ করা। যদিও ট্রান্সফারের সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না।"

তারুণ্যনির্ভর স্পেন দলে নতুনের ছড়াছড়ি

স্পেন জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার টিনএজ ফরোয়ার্ড আনসু ফাতি। ম্যানচেস্টার সিটিতে নাম লেখানো ফেররান তরেসসহ লুইস এনরিকের দলে আছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ছয় ফুটবলার।আগামী মাসে উয়েফা নেশন্স লিগে জার্মানি ও ইউক্রেনের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য বৃহস্পতিবার ২৪ জনের দল ঘোষণা করেন কোচ এনরিকে।বার্সেলোনার হয়ে অভিষেক মৌসুমে আলো ছড়ানোর পর স্পেন অনূর্ধ-২১ দল থেকে জাতীয় দলে ডাক পেলেন ১৭ বছর বয়সী ফাতি। লা লিগায় কাতালান দলটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে গোলের রেকর্ড গড়েন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও গড়েন সবচেয়ে কম বয়সে গোলের রেকর্ড।প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন এই মাসের শুরুর দিকে ভালেন্সিয়া থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার তরেসও। তার সঙ্গে আছেন সিটির ১৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া।আতলেতিকো মাদ্রিদের কোনো খেলোয়াড়কে দলে রাখেননি কোচ; যেখানে সাউল নিগেস, কোকে, আলভারো মোরাতারা জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য।নেশন্স লিগের উদ্বোধনী আসরে শেষ চারে উঠতে না পারা স্পেন আগামী ৩ সেপ্টেম্বর খেলবে জার্মানির মাঠে, ৬ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে খেলবে ইউক্রেনের বিপক্ষে।স্পেন স্কোয়াড:গোলরক্ষক: দাভিদ দে হেয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), কেপা আরিসাবালাগা (চেলসি), উনাই সিমোন (আথলেতিক বিলবাও)।ডিফেন্ডার: হোসে গায়া (ভালেন্সিয়া), দানি কারবাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ), এরিক গার্সিয়া (ম্যানচেস্টার সিটি), সের্হিও রামোস (রিয়াল মাদ্রিদ), দিয়েগো ইয়োরেন্তে (রিয়াল সোসিয়েদাদ), পাউ তরেস (ভিয়ারিয়াল), হেসুস নাভাস (সেভিয়া), সের্হিও রেগিলন (সেভিয়া)।মিডফিল্ডার: সের্হিও বুসকেতস (বার্সেলোনা), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি), থিয়াগো আলকান্তারা (বায়ার্ন মিউনিখ), ফাবিয়ান রুইস (নাপোলি), মিকেল মেরিনো (রিয়াল সোসিয়েদাদ), অস্কার গার্সিয়া (রিয়াল মাদ্রিদ), আদামা ত্রাওরে (উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স)।ফরোয়ার্ড: রদ্রিগো মরেনো (ভালেন্সিয়া), মিকেল ওইয়ারসাবাল (রিয়াল সোসিয়েদাদ), দানি ওলমো (লাইপজিগ), মার্কো আসেনসিও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফেররান তরেস (ম্যানচেস্টার সিটি), আনসু ফাতি (বার্সেলোনা)।

২০ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন হোয়াইট

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে আছেন জাতীয় দলের বাইরে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও কাটছে না ভালো সময়। ভাটার টান ভালো করেই বুঝতে পারছেন ক্যামেরন হোয়াইট। কোচিংয়ে মনোযোগ দিতে ইতি টেনেছেন প্রায় ২০ বছরের পেশাদার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের।অস্ট্রেলিয়াকে একটি ওয়ানডে ও ছয়টি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেওয়া হোয়াইট শুক্রবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।ওয়ানডে দিয়ে ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন হোয়াইট। দুই বছর পর খেলেন টি-টোয়েন্টি, পরের বছর টেস্ট। অভিষেকের বছর ২০০৮ সালে, চার ম্যাচে থেমে যায় তার টেস্ট ক্যারিয়ার। ৪৭ টি-টোয়েন্টির শেষটি খেলেন ২০১৪ সালে। ২০১৮ সালে দেশের হয়ে খেলেন সবশেষ ওয়ানডে। এই সংস্করণে ৯১ ম্যাচে দুই সেঞ্চুরি আর ১১ ফিফটিতে করেন ২ হাজার ৭২ রান।২০০০-০১ মৌসুমে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় হোয়াইটের। গত বছরের মার্চে শেষ খেলেন শেফিল্ড শিল্ডে।পেশাদার ক্রিকেটে ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান শেষ ম্যাচ খেলেন গত বিগ ব্যাশে, অ্যাডিইলেড স্ট্রাইকারের হয়ে। ৬ ম্যাচ খেলে রান করেন কেবল ৩৬। এরপরই খেলোয়াড় হিসেবে নিজের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপলব্ধি হয় হোয়াইটের।

আইপিএলের নতুন লোগো প্রকাশ করল বিসিসিআই

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.): আইপিএলের নতুন লোগো প্রকাশ করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড বিসিসিআই। ভিভোর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার পর গত মঙ্গলবার ড্রিম ইলেভেনকে আইপিএলের নতুন টাইটেল স্পনসর হিসেবে বেছে নিয়েছে বিসিসিআই। শুক্রবার ড্রিম ইলেভেনের নাম সম্বলিত আইপিএলের নতুন লোগো প্রকাশ করে বিসিসিআই।

এদিন বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে স্পনসরের নাম সম্বলিত নতুন লোগো প্রকাশ করা হয় আইপিএলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে।ঈঙ্গত্রথদ্ব১১জ্জঞ্জ্র-এই হ্যাশট্যাগে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নতুন লোগো কেমন দেখতে, তা অনুরাগীদের কাছে জানতে চেয়েছে বোর্ড। আইপিএলের নতুন লোগো পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাদের অফিসিয়ার টুইটার ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টেও পোস্ট করেছে।

ভিভোর তুলানয় কার্যত অর্ধেক টাকায় এক বছরের জন্য আইপিএলের টাইটেল স্পনসর হয়েছে ড্রিম ইলেভেন। ভিভো প্রতি বছরে ভারতীয় বোর্ডকে ৪৪০ কোটি টাকা দিত। ড্রিম ইলেভেন ২২২ কোটি টাকা দেবে আসন্ন মরশুমে। পরের দু"টি মরশুমের জন্যও বছর প্রতি ২৪০ কোটি টাকার বিনিময়ে আইপিএলের টাইটেল স্পনসর হতে চেয়েছিল ড্রিম ইলেভেন। তবে ভারতীয় বোর্ড প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তারা পরবর্তী দু"টি মরশুমের জন্য নতুন করে বিড জমা দিতে বলেছে ড্রিম ইলেভেনকে।

এবছর রাজীব গান্ধী খেলরত্ন হচ্ছেন ভারতের মহিলা হকি দলের অধিনায়ক

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.): এবছর দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পাচ্ছেন আরও এক ক্রীড়াবিদ। ক্রিকেটার রোহিত শর্মা টেবিল টেনিসের মনিকা বাত্রা, কুস্তির ভিনেশ ফোগত ও প্যারালিম্পিয়ান মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুর সঙ্গে এবছর রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পাচ্ছেন। ভারতের মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রানি রামপালের নাম। সুতরাং, এবছর খেলরত্ন হলেন মোট পাঁচ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।খেলরত্ন ছাড়া এবছর অন্যান্য ক্রীড়া পুরস্কারের তালিকাও প্রকাশ করেছে ক্রীড়ামন্ত্রক। মোট ২৭ জন ক্রীড়াবিদ এবার অর্জুন হলেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার ইশান্ত শর্মা। ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য অল-রাউন্ডার দীপ্তি শর্মাও অর্জুন হলেল এবছর।

NH) / No.F.16 149)-GA (SAl/POOL/19 Dated:18/08/2020
On behalf of the Governor of Tripura, Under Secretary, GA(SA) Department, Secretariat, Capital Complex, Agartala invites sealed quotation from the resourceful and bonafide vehicle owners for hiring of 1(one) no. **Maruti Van** (Petrol/CNG) mode, white colour purchased not before the Calendar Year, 2018 having commercial registration number for official use for 24 (twenty-four) hours. The details terms & conditions are available in the GA (SA) Department, Vehicle Section. The quotations should reach to the undersigned on or before **07/09/2020** at 4.00 P.M during office hours positively & the tender will open on **08/09/2020 at 12.00 PM** in 'he office chamber of Under Secretary, GA (SA) Department.

ICA-C/1420/20

(S.K. Debbarma)
Under Secretary to the
Government of Tripura

উদ্ভাবনী কাজে ছলেমেয়েদের উৎসাহী করে তুলতে সুকান্ত একাডেমীতে ইনোভেশান হাব গড়ে তোলা হচ্ছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করা এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর যে সকল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা দ্রত রূপায়ণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি বাধারঘাটে নির্মিয়মাণ সায়েন্স সিটি প্রজেক্টের কাজ দ্রত সম্পন্ন করে তা রাজ্যের বিজ্ঞান পিপাসু মানুষের জন্য চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ও পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিপ্তে দপ্তর যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা সভায় তুলে ধরেন দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস।

সভায় দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে দপ্তরের অধিকর্তা বলেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর মূলত বিজ্ঞান কমিউনিকেশন ও পপুলারাইজেশন, বিজ্ঞানের উন্নয়ন, জৈব প্রযুক্তি, বাস্তসংস্থান ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। তিনি বিজ্ঞান পপুলারাইজেশন এবং বিজ্ঞান কমিউনিকেশন কর্মসূচির উল্লেখ করে বলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহী করার লক্ষ্যে আগরতলার সুকান্ত একাডেমীতে ইনোভেশন হাব গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে ডিসকভারি হল, ইনোভেশন রিসোর্স সেন্টার, ডিজাইন স্টুডিও, আইডিয়া ল্যাব, স্পেস অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের সহযোগিতায় উদয়পুরে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সাব-রিজিওন্যাল সায়েন্স সেন্টার স্থাপন করার কাজ চলছে। এই সেন্টারে ফান সায়েন্স গ্যালারি, ১২৬ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, সায়েন্স পার্ক ইত্যাদি থাকবে। বাধারঘাটে ১২.৮৪ একর এলাকা নিয়ে সায়েন্স সিটি প্রজেক্টের নির্মাণ কাজ ৮৩ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পর্ণ কাজ শেষ হবে বলে অধিকর্তা সভায় উল্লেখ করেন।

সভায় বিজ্ঞান প্রমোশন কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকর্তা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় রাজ্যে ৪টি উইম্যান টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হবে। এই পার্কগুলিতে প্রযুক্তি ভিত্তিক জীবীকা নির্বাহের মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বি'নকে জনপ্রিয় করার জন্য গৃহীত কর্মসূচি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে দপ্তরকে শিক্ষা দপ্তর ও শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় রাখতে হবে। এছাড়া দপ্তর যে সব নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় বায়ো ভিলেজ প্রজেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকর্তা বলেন, টেকসই উৎপাদন এবং গ্রামীণ এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে গ্রীণ টেকনোলজিকে উন্নত করার জন্য রাজ্যে ৪টি বায়ো ভিলেজ গড়ে তোলা হবে। এই ৪টি

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলা পুর নিগমের কংগ্রেসের দুই কাউন্সিলার শুক্রবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ছবি- নিজস্ব।

পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মারল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ আগস্ট।। কোভিড-১৯ এর মতো অতিমারির মধ্যেও নেই ছাড়। বিষে মরল পুকুরের মাছ। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মারার মতো দুষ্কর্ম প্রায়ই ঘটেছে খোয়াইতে। কিন্তু লকডাউনের মধ্যেও সেই দুষ্কর্মের দেখা মিলল প্রতিনিয়ত। খোয়াই অজগরটিলা গ্রামে শুক্রবার সকালে একটি পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে ওঠায় বোঝা গিয়েছে, সেখানে বিষ দেওয়া হয়েছে। পুকুরের মালিক ও লিজ নিয়ে মাছ চাষ করা চাষির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে জলে কীটনাশক জাতীয় ঔষধ পুকুরে ঢেলে একেবারে পরিকল্পনামাফিক মাছগুলোকে মারা হয়েছে। পুকুরটির লিজ নিয়েছিলেন মাছচাষি পহরমুরা এলাকার বাসিন্দা মহাদেব বিশ্বাস। মাছ চাষী মহাদেব বিশ্বাস বলেন, অজগরটিলাস্থিত নিজের শ্বশুরবাড়ির পুকুরটি তিনি লিজ নিয়েছিলেন। পুকুরের জায়গার পরিমাণ ১ কানি। তবে মাছগুলো সবে বাড়তে শুরু করেছিল। আমার প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। কাল বিকেলেও পুকুর থেকে মাছ ধরেছি। আজ সকালে এসে দেখছি, পুকুরে সব মাছগুলো ভাসছে। পুকুরের একপাশে দেখতে পায় কীটনাশক ওষুধের শিশি। আমার একটাই অপরাধ আমি খুবই গরিব। এত টাকার সর্বনাশ কে করে দিল জানি না। পুকুরে তার অর্থ উপার্জনের ভরসা। মৎস্য চাষী মহাদেব বিশ্বাস এর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। কারও নামে থানায় অভিযোগ জানানো হয়নি। এদিন সকালে ওই পুকুরটিতে মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখায় এই জঘন্যতম ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই খোয়াই জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠে।

বৃদ্ধা মাকে গাছের মধ্য দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ আগস্ট।। মা শব্দ টা কত মধুর। এই মধুর শব্দের মাঝেও যে কত যন্ত্রনা তা উপলব্ধি হয় সন্তানরা যখন বড় হয়ে বৃদ্ধা মাকে ছুরে ফেলে দেয়। তখন চোখের জল ফেলা ছাড়া সেই বৃদ্ধা মারা কোন কিছু করার থাকে। যে মা দশমাস দশদিন পেটে ধরে রেখে , প্রসব যন্ত্রনায় কাতর হয় সন্তানের মুখে মা ডাক শুনার জন্য। নিজে না খেয়ে সন্তানকে বড় করে তোলার যে মা দায়িত্ব ভার গ্রহন করে। সেই মা কি বৃদ্ধা হওয়ার পরে সন্তানের কাছে বোঝা ? ছোট ছোট পা ফেলে যে মায়ের হাত ধরে চলতে শিখেছি, ভয় পেলে মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে রেখেছি। বৃদ্ধ হওয়ার পর সেই মা বোঝা মনে করে , ঘর থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে কুন্ঠা বোধ হয় না সভ্য সমাজের কিছু লোকের। যেই মা সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন বৃদ্ধা বয়সে অবলম্বন , সেই মায়ের স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গিয়ে চোখের জল ফেলে মৃত্যুর কামনা করে। এমন অনেক জন্মদাত্রী মা আছেন ছেলেদের অবহেলায় বৃদ্ধাশ্রমে। আবার কেউ বা ছেলে বা ছেলের বউয়ের হাতে নির্যাতনের শিকার।

জন্মদাত্রী মায়ের উপর অমানবিক নির্যাতনের শিকারের ঘটনা আবারো ক্যামেরা বন্দি হলো। এবারের ঘটনা বিলোনিয়া পশ্চিম কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জিরতলি মেরন টিলা এলাকায়। বৃদ্ধা জন্মদাত্রী মাকে নদীর চরের একটি গাছের মধ্য দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠলো নিজেরই ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ছেলের নাম গোবিন্দ দাস ও বউ এর নাম গৌরি দাস।

জন্মদাত্রী মা কিরন বালা দাস বয়সের ভারে বৃদ্ধা। হাটা চলা ফেরা ঠিক ভাবে করতে পারে না। নিজের সন্তান গোবিন্দ দাস ও তার বউ গৌরি দাসের কাছে সংসারের বোঝা। এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে এই বৃদ্ধা কিরন বালাকে ছেলে শারিরীক ভাবে নির্যাতন করে যাচ্ছে। সেবাযত্ন ত থাক দুরের কথা ঠিকমতো দুবেলা দুমুঠো ভাত দিচ্ছে না। ভাত চাইলেই ভাতের বদলে বেঁধে রাখা হয় নদীর চরের একটি গাছে। বৃদ্ধা কিরন বালা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে বৃদ্ধা বয়সে। কোন কিছু হলেই মানসিক , শারিরীক নির্যাতনের শিকার হতে হয় ছেলের হাতে। আজকে বৃদ্ধাকে বেঁধে রাখার ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা যখন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় , ঘটনার দৃশ্য ক্যামরা বন্দি করে এলাকার এক মহিলা অর্চনা দাস , ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে সাহস করেনি।

বিয়ের সাত মাসের মাথায় গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ আগস্ট।। গৌমতী জেলার কাকড়াবন থানা এলাকার মির্জায় বিয়ের ৭ মাসের মাথা এক গৃহবধূ বিষ খাইয়ে হত্যা চেষ্টা করা হয়। গৃহবধূটি বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গৃহবধূর নাম যমুনা দত্ত, স্বামীর নাম জয়ন্ত দত্ত। এই ব্যাপারে গৃহবধূর বাপের বাড়ির তরফে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মাত্র ৭ মাস আগে মির্জার জয়ন্ত দত্তের সঙ্গে সামাজিক প্রথায় বিয়ে যমুনা দত্তের। বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা সোনা গয়না সহ অন্যান্য জিনিসপত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও খাই মেটেনি পাত্র পক্ষের। গৃহবধূ যমুনা দত্তের উপর পণের দায়ে অমানসিক নির্যাতন শুরু হয়। এমনকি বিয়ের সাত মাসের মাথায় গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

তেলেঙ্গানায় পাওয়ার হাউসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রাণহানির আশঙ্কা !

শ্রীশৈলম (তেলেঙ্গানা), ২১ আগস্ট (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশ সীমান্ত লাগোয়া তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলমে জলবিদ্যুত কেন্দ্রে (লেফট ব্যাঙ্ক পাওয়ার হাউস) বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ ইউনিট ১-এ ভয়াবহ আগুন লাগে। বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। আগুন লাগা মাত্রই নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন ১০ জন কর্মী। তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় পাওয়ার প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই কুরনুল জেলার আত্নাকুর থেকে ছুটে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ১০ জন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, ভিতরে আটকে পড়েন ৯ জন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিটের জন্য এই বিপত্তি।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। মন্ত্রী জগদীশ্বর রেড্ডি-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। কৃষ্ণা নদীতে অবস্থিত এই পাওয়ার হাউস।

বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে সিএনজি স্টেশন হবে পরিদর্শনে এসে জানালেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। শুক্রবার রাত আনুমানিক সাতটায় গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন সড়কের উপর একটি বাইককে পেছন দিকে ধাক্কা মেরে বুলেরু ট্রাক।বুলেরু গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালক সন্দীপ মারাক মাটিতে ছিটকে পড়ে। গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালক সন্দিপ মারাক, বয়স আনুমানিক ২২ মারাত্মক ভাবে জখম হয়,তার মাথা সম্পুর্ন ভাবে থেথলে যায় এবং ডান পায়ের অংশ পুরোপুরি ভাবে থেতলে যায়।জানা যায় পালসার বাইক নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে অর্থাৎ মারাক পারা এলাকার দিকে যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে বুলেরু গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। পড়ে সানীয়রা বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয় এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সন্দিপ মারাককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।হাসপাতালের কর্তব্যেরত চিকিৎসক ডাঃ তন্বিস্টা চৌধুরী রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার শেষে রোগীর অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জিবি হাসপাতালের রেফার করে দেয়।

শুক্রবার বিকেলে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে পরিদর্শনে আসেন ত্রিপুরা পরিবহন নিগমের চেয়ারপারসন দীপক মজুমদার। উনার সাথে ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য পরিবহন দপ্তরের এমডি সুভাষ সাহা বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন রুপালি দে ভাইস চেয়ারপারসন অঞ্জন পুরকায়স্থ পরিবহন দপ্তরের বোর্ড এমডি কুশা রঞ্জন ঘোষ এবং জয়ন্ত বিশ্বাস। প্রতিনিধি দল বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড ঘুরে দেখেন । ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের সামনে বলেন রাজ্যের ৫১ টি মোটর স্ট্যান্ড টি আর টি সি দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছেন । সেই কথা চিন্তা করে শ্রমিক-মালিক প্যাসেঞ্জার সকলের কথা মাথায় রেখে বিশালগড়বাসীর দাবি ছিল আরেকটি সিএনজি স্টেশন করা । সেই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে আরেকটি সিএনজি স্টেশন করা হবে । বিশালগড়েপ সেই সিএনজি স্টেশনের ভিড় কমানোর জন্য সেই কথা চিন্তা করেই জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে টিএনজিসিএল বিশালগড় একটি সিএনজি স্টেশন করবে । পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার আরো বলেন শ্রমিক-মালিক জনগণ সকলের কথা মাথায় রেখেই টি আর টি সি আর কে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার কাজ করছেন।

তিনি আরো বলেন বামফ্রন্টের সময়ে ত্রিপুরার মোটর স্ট্যান্ডগুলিকে বামফ্রন্ট দলগত কাজে ব্যবহার করেছেন। রাজ্য নতুন সরকারে এসে মোটর স্ট্যান্ড গুলিকে কিভাবে জনগণ মালিক-শ্রমিক কাজে ব্যবহার করা যায় সে কথা চিন্তা রেখেই পরিবহন দপ্তর কাজ করছেন। বিশালগড় পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন অঞ্জন পুরকায়স্থ পরিবহন দপ্তর এর কাছে দাবি রাখেন যাতে কোনো অবস্থাতে বিশালগড় আটো স্ট্যান্ড থেকে সিএনজি স্টেশন অন্য জায়গায় সরিয়ে না নেওয়া হয। বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড এর চারদিকের জায়গা ঘুরে দেখেন ত্রিপুরা পরিবহন দপ্তরের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে বোর্ডের প্রতিনিধি দল। তবে দীর্ঘদিন ধরে বাম সরকারের আমল থেকে বিশালগড় সিএনজি স্টেশনে দাবি জানিয়ে আসছিল। আড়াই বছরের মাথায় দ্বিতীয় সিএনজি স্টেশন হচ্ছে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে। পরিবহন দপ্তরের এমডি বলেন কয়েক মাসের মধ্যেই বিশালগড় সিএনজি স্টেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। অটোচালক থেকে শুরু করে গাড়ির চালকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাজ্যে নতুন সরকারের পরিবহন দপ্তর বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে সিএনজি স্টেশন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডকে আধুনিক ভাবে সাজানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হবে। বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড এর যাত্রীদের বসার জায়গা সহ বিভিন্ন জায়গায় ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সেইগুলি কেও সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন।

মিড-ডে-মিলের চাল হাপিজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। মিড ডে মিলের চাল আত্মসাতের অভিযোগ উঠল কদমতলা স্কুলের প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক এবং অর্গানাইজার এর বিরুদ্ধে। অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন মিড ডে মিলের চাল এর জন্য স্কুলে গেলে প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক বেশ কয়েকবার তাদেরকে ঘুরিয়েছেন। মিড ডে মিলের অর্গানাইজারের দেখা পান না তারা।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত মিড ডে মিলের চাল সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। অথচ সেই বরাদ্দকৃত মিড ডে মিলের চাল কদমতলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করছেন না বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও মিড ডে মিলের অর্গানাইজার। মিড ডে মিলের সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাতে অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে মিড ডে মিলের চাল প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের তরফ থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে।তারা অভিযোগ করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলের বরাদ্দকৃত চাল আত্মসাৎ করা হয়েছে।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ এর তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।প্রধান শিক্ষক এবং অর্গানাইজার এর ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন অভিভাবকরা।

গোলাঘাটি বাজারে যান দূর্ঘটনায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। শুক্রবার রাত আনুমানিক সাতটায় গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন সড়কের উপর একটি বাইককে পেছন দিকে ধাক্কা মেরে বুলেরু ট্রাক।বুলেরু গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালক সন্দীপ মারাক মাটিতে ছিটকে পড়ে। গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালক সন্দিপ মারাক, বয়স আনুমানিক ২২ মারাত্মক ভাবে জখম হয়,তার মাথা সম্পুর্ন ভাবে থেথলে যায় এবং ডান পায়ের অংশ পুরোপুরি ভাবে থেতলে যায়।জানা যায় পালসার বাইক নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে অর্থাৎ মারাক পারা এলাকার দিকে যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে বুলেরু গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। পড়ে সানীয়রা বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয় এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সন্দিপ মারাককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।হাসপাতালের কর্তব্যেরত চিকিৎসক ডাঃ তন্বিস্টা চৌধুরী রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার শেষে রোগীর অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জিবি হাসপাতালের রেফার করে দেয়।

১০ বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও মেলেনি রেলের টাকা ক্ষুব্দ শহিদ মিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। বিগত দশটি বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও মেলেনি রেলের ক্ষতিপূরণের টাকা এমনটাই অভিযোগ করেছেন দক্ষিণ চরিলাম গ্রামের বালুয়াছড়ি এলাকার বাসিন্দা ৬৩ বছরের বৃদ্ধ শহিদ মিয়া পিতা মৃত লাল মিয়া। ১০ বছর পূর্বে এন এফ রেলওয়ে নোটিশ দিয়েছিল শহিদ মিয়া ভানু মিয়া মোস্তফা খাতুন এবং জয়নাবের নেছাকে। তাদের মোট ১৮ গন্ডা অর্থাৎ ৩৬ শতক জমি আগরতলা সাবরুম রেলওয়ে রাস্তাতে পড়েছিল। এনএফ রেলওয় ২০১০ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখ শহীদ মিয়াকে নোটিশ দিয়েছিল শহিদ মিয়া সমস্ত কাগজপত্র অর্থাৎ দলিল পর্চা সবকিছু জমা দিয়েছেন। নোটিশ পেয়েছেন। আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ বিশালগড় বিভিন্ন সরকারি অফিসে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন দশটি বছর ধরে কিন্তু রেলের ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। বর্তমানে শহিদ মিয়া বনের জায়গাতে বসবাস করছেন বলে জানান। কারণ রেল দপ্তর আগরতলা সাবরুম রেলওয়ে রাস্তার জন্য শহীদ মিনার বাড়িঘর সব নিয়ে গেছে অর্থাৎ জুত জায়গা নিয়ে গিয়েছে। যার ফলে শহিদ মিয়া বর্তমানে রিজার্ভ ফরেস্ট এর জায়গায় বসবাস করছেন। বনের জায়গা। যেকোনো সময় উচ্ছেদ করে দিতে পারে বন দপ্তর এই আশঙ্কায় দিন গুজরান করছেন শহিদ মিয়া। যদি রেল দপ্তরের ক্ষতিপূরণের টাকা টা পেতেন তাহলে একটি অল্প করে জুতো জায়গা ক্রয় করে বাড়ি করতেন বলে জানান শহিদ মিয়া। আক্ষেপ করে বলেন শহীদ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি বয়স হয়েছে রেল দপ্তর থেকে টাকাটা আর পাব কিনা বলতে পারছি না।

বিগত দশটি বছর ধরে মহকুমা প্রশাসক জেলা প্রশাসন এবং আগরতলায় ঘুরতে ঘুরতে হাঁপিয়ে পড়েছি অথচ টাকাটা পাইনি। সমস্ত কাগজপত্র জমা দিয়েও টাকা পায়নি। কেন যে রেল দপ্তর আমাকে টাকাটা দিচ্ছে না সেটাইতো বোধগম্য হচ্ছে না আমার। ১০ বছর ধরে রেল দপ্তর বলছে আজ দেবে কাল দেবে পরশু দেবে এমনভাবে ঘুরাচ্ছে আমাকে এমনটাই জানান ক্ষুব্দ শহীদ।। পূর্বে বালুয়া ছড়ি গ্রাম দক্ষিণ চরিলাম গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে বালুয়া ছড়ি জায়গাটি চেচুড়ী মাই গ্রামের অধীন। পূর্বে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ছিল। বর্তমানে সিপাহী জলা জেলা হয়েছে। তাই রেল দপ্তরে নোটিশ দিতে লেখা রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। সমস্ত কাগজপত্র দেওয়ার পরও মহকুমা অফিস জেলা অফিসে হন্যে হয়ে ঘুরছে অসহায় কৃষক শহিদ মিয়া রেলের টাকার জন্য। শহিদ মিয়া সরকারের কাছে আবেদন জানান যাতে করে রাজ্য সরকার শহীদ মিয়াকে তার জায়গার মূল্য রেল দপ্তর থেকে পাইয়ে দিতে সাহায্য করে। না হলে বাকিটা জীবন বনের জায়গাতেই থাকতে হবে বলে আক্ষেপ করেন শহিদ মিয়া। ভারতবর্ষের সুদূর প্রান্ত দক্ষিণ চরিলাম গ্রামের এক অসহায় কৃষক এন এফ রেলওয়েল বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন রেল দপ্তর কাউকে ঠকায় না কিন্তু আমাকে বনবাসী করে দিল এবং ঠকিয়ে দিল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দশটি বছর ধরে শহিদ মিয়া নিজের মনের মধ্যে বারবার করছেন বলে জানান। এলাকার এক মুহুরীর বিরুদ্ধেও শহিদ মিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ওই মুহুরী ও নাকি সমস্ত কাগজপত্র শহিদ মিয়া থেকে নিয়ে দফায় দফায় জমা দিয়েছেন তারপরও উনি রেলের টাকা পাননি। ১০ বছর ধরে রেলের টাকা না পেয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ শহিদ মিয়া।

মধুপুরে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। সিপাহী জলা জেলার মধুপুর থানা এলাকার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচুর গাজার নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে হানা দিয়ে প্রচুর সংখ্যক নারী ধ্বংস করে দিয়েছে। মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি জানান রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে তার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গাজা বিরোধী অভিযানে যান মধুপুর থানার ওসি। গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। এর আগেও এ ধরনের অভিযান চালিয়ে প্রচুর কাজ আর নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। এদিকে সোনা মোরা থানা এলাকার কমলনগরে বিএসএফ জওয়ানরা তল্লাশি চালিয়ে গাজা বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে।জানা যায় কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি স্থানে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করছিল।বিএসএফের ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজার চাষ বন্ধ করে দিয়েছে। গাজা চাষীদের সতর্ক করে দেয়া বলা হয়েছে এ ধরনের বেআইনি কাজ কর্মে পুনরায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার রাজ্যে গাঁজা চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করেই অতি মুনাফালোভী লোকজনরা ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করে চলেছে। উৎপাদিত গাজা বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করে অর্থের মুখ দেখছে ওইসব মুনাফালোভীরা। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকা গুলি তেই গাঁজা চাষ ব্যাপকহারে হচ্ছে বলে জানা গেছে।এছাড়া পাহাড়ে এলাকাতেও ইদানীংকালে গাঁজার চাষ রমরমিয়ে চলছে।গাঁজা চাষ বন্ধ করতে প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে।

কমলপুরে কংগ্রেস সমর্থকের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ধলাই জেলার কমল পুর থানা এলাকার ভৈরবতলী গ্রামে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কতিপয় দুষ্কৃতিকারী এলাকার চারটি কংগ্রেস পরিবারের বাড়ি ঘরে ঢুকে হামলা ভাঙচুর চালায়।তারা একে দোকানেও ভাঙচুর চালায় এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।আক্রান্তদের অভিযোগ তারা এলাকায় কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত।সে কারণেই তাদের বাড়িঘরে হামলা হুজ্জোতি এবং লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে।এ ব্যাপারে আক্রান্ত পরিবারের তরফ থেকে কমলপুর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আক্রমণকারী বেশ কয়েকজনের নাম ধর্ম পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে।কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের নাম উল্লেখ করে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই তাদের বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।হামলাকারীরা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে এলাকায় বসবাস করতে হলে কংগ্রেস কিংবা সিপিআইএম করা যাবে না। বিরোধী দল করার অপরাধে তাদের ওপর হামলা সংঘটিত হয়েছে বলেও দাবি করেছেন আক্রান্তরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।